প্রবেশ করে আর সর্ব্বদা জলমধ্যস্থ পাহাড়ের মধ্যে কস্তু
রা থাকে ও ডুবরীরা হস্ত চর্ম্মময় করিয়া থাকে কারণ
মুক্তার উত্তোলনে আপন হস্তের কোনআঘাত জন্য
ব্যমোহ হইবেকনা কিন্তু কখন২ তাহারা লৌহ নির্ম্মিত অস্ত্র
লইয়া ঐকর্ম্মকরে প্রত্যেক ডুবরি আপন নিকটে এক জাল
রাখিয়া থাকে তাহা এক লম্বমান রজ্জুদ্বারা নৌকাতে ও
আপন গলদেশে গ্রথিত করে.। যেসময়ে ডুবরিরদিগের
জাল কস্তুরাতে পরিপর্ণ হয় তখন রজ্জুদ্বারা তাহারদিগকে
তোলা যায় । এই •প্রকারে ডুবরীরা কখন ৬০ ষাটফিট
জলের নীচে প্রবেশ করিয়া থাকে কখনবা অতি গম্ভীর
জলের মধ্যে উপস্থিত হইয়া অতি শীঘ্র সকল কস্তু
রা একত্র করিয়া স্বীয় জালের মধ্যেরাখে এবং যদি ও
অতি গম্ভীর জল মধ্যে উপস্থিত হয় তথাপি সমুদ্রেরসমু
দায় দ্রব্য দেখিতে পায় । যে সময়ে বৃহৎ মৎস্যতাহার
দের সমীপে উপস্থিত হয় সেই সময়ে তাহারা জল
ঘোলা করিলে ঐ আপদ হইতে মুক্ত হয়। মুক্তা তুলি
তে যত আপদ হইয়া থাকে তাহার মধ্যে এই .আপদ
প্রধান । কোন ডুবরী জল মধ্যে অর্দ্ধ ঘণ্টা ও
কেহবা পাদ ঘণ্টা থাকে । যেসময়ে তাহারা নিশ্বাষ
পরিত্যাগ করিতেবাঞ্ছাকরে সেই সময়ে তাহারা ঐ রজ্জুকে
চঞ্চল করিয়া দুইহস্তে ধরিলে নৌকার উপরিস্থ সকলেই
তাহাদিগকে উত্তোলন করিবাতে সমুদয় কস্তুরা

গ্রহণ করে সেই সকল বস্তুরা গণনা করিলে কখনবা পাঁচ শত হয় ॥

॥ দ্বাদশপাঠ ॥

॥ অঙ্গারেরউৎপত্তিস্থান ॥

ইংলণ্ডদেশের নরথমবরলেণ্ড জিলারমধ্যেনিউকেসটে ল সহরের নিকটমৃত্তিকার অধোভাগে অঙ্গারজন্মিয়া থাকে তাহা কখন২ একশত ফিটের নীচে পাওয়া যায় এবং ঐখ নির মধ্যে স্থানে২চারিইয়ার্ড চৌড়া অঙ্গারেরস্তম্ভআছে অশ্বেরা তাহার মধ্যে অনেক বৎসরপর্য্যন্ত শারীরিক ভা থাকেতাহারা অঙ্গার আকরের মুখে আনিবার নিমিত্ত বৃহৎবৃহৎ যন্ত্র দ্বারা উত্তোলনের নিমিত্তনিযুক্ত আছে

একজন মনুষ্য সেইস্থানে অঙ্গার সকল ঝুড়িতে করিয়া শকটে পূর্ণ করেন। যখন শকট অঙ্গারের দ্বারা পরি পূর্ণ হয় ও তাহা খাঁজ্‌কাটা গড়ানিয়া পথ দিয়া অতিশী নদীর তীরেউপস্থিত হয় তখন সেই স্থানহইতে ঐ অঙ্গার কে নৌকা করিয়া নানাস্থানে প্রেরণ করে এবং ইংলণ্ড দে শেরঅন্য২স্থানে অঙ্গারেরউৎপত্তিস্থানআছে কম্বরলেণ্ড জেলাতে হোয়াইটহেভনের নিকটে সমুদ্রের অধোভাগে অর্দ্ধ ক্রোশ পর্য্যন্ত কতকগুলি অঙ্গারের আকর আছে

।। চাইনাদেশেররাজধানী ।।

।। ত্রয়োদশপাঠ ।।

চাইনা রাজ্যের উত্তমস্থানে পেকিন নামক রাজধানী স্থাপিত আছে ও প্রধান প্রাচীর হইতে ঐ রাজধানী ৩০ ক্রোশ দূর ঐ নগর চতুষ্কোণ কিন্তু চারিদিকে সমান নহে ঐ মহা নগর দুই অংশে বিভক্ত আছে আর যে অংশে রাজধানী আছে সেই অংশকে তাতরনগর বলাযায় কারণ ইদানিন্তনীয় রাজা সিংহাসনে উপবেশনকরিয়া তাহার জাতিদিগকে ঐ সকলস্থান দিয়াছিলেন ঐ জাতিরা আপন নগর হইতে চাইনাদিগের দূরীকরণ করিবাতে চাইনারা অল্প সময়ের মধ্যে প্রাচিরের বহির্দেশে বাস করিবার মনস্থে এক নুতন নগর স্থাপিত করিয়া ছিলেন ইহা তাতাদের নগরের সহিৎ যোগ করিলে, তাহার পরিধি ৯ ক্রোশ হয় পেকিন নগরেরপ্রাচীর ও নগর দ্বার অতিশয় আশ্চর্য্য ও প্রায়২৪ হাত উচ্চ অতএব সেই প্রাচীরের দ্বারা সকল নগর আচ্ছাদিতআছে ও তাহা এমত প্রশস্ত যে দ্বারপালেরা অশ্বারোহণ পূর্ব্বকতাহার উপরে গমনাগমন করে ।

ঐ নগরের মধ্যে অনেক দীর্ঘ ঢালু স্থান আছে তাহার দ্বারা অশ্বারূঢ়েরা প্রাচীরের উপরিভাগে গমন করে আর ঐ ঢালুর উপরেতাহারদের অনেকবাসস্থান আছে ঐনগরের প্রধাননবদ্বার প্রতিমুর্ত্তিদ্বারা সুসজ্জিত হয়নাই কিন্তুতাহার

উচ্চতা পুযুক্ত দুরদেশহইতে ঐ স্থানের সৌন্দর্য উত্তম রূপে দৃষ্টহয়। ঐ সকল দ্বারের খিলান কতকবা পুস্তরদ্বারা কতক বা ইষ্টকদ্বারা উত্তম মসলাতে প্রস্তুত হইয়াছে ঐ নগরের পথবক্র নহে ও তাহার বড়পথ দেড়ক্রোশদীর্ঘ ও ৮০ হাত পুশস্ত ওরেসম এবং চিনীয়া পাত্র বিশিষ্ট দোকানেরদ্বারা বিভূষিত হইয়া সুদৃশ্য হইতেছে আর সকল দোকানীরা ২০ ফিট উচ্চ চিত্র বিচিত্র এক কাষ্ঠের ফলক দোকানের সন্মুখে টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছে যে সকল দ্রব্য তাহারাবিক্রয় করে তাহার নামফলকেরউপর বড২ অক্ষরে লিখিয়ারাখে এই মহানগরে যে২ অট্টালিকা আছে তাহার মধ্যে রাজ বাটী অতি উৎকৃষ্ট তাহার যেমন বৃহতাকার ও সুগঠন ত দ্রূপ তাহাতে অনেক গৃহও উঠান এবং উদ্যান শৃঙ্খলারূপে আছেঐ পূর্ব্বোক্ত প্রাচীরের অন্তঃপাতি রাজবাটীব্যতিরিক্ত এক ক্ষুদ্রনগর আছে তাহাতে সভাস্থ অধ্যক্ষেরা ও মহা রাজ কর্তৃক নিয়োজিত কারুকেরা বাস করে ইহার দিগের গৃহ অতি নিকৃষ্টগঠন কিন্তুঅত্যুচ্চ নহে এই ক্ষুদ্র সহরেরউদ্যা নের অতিবড় আয়ত্ত ও তন্মধ্যে স্থানে২ চৌদ্দহাতঅবধি চ ল্লিশহাত পর্য্যন্তকৃত্রিমপর্ব্বত আছে এই সকল পর্ব্বতের মধ্য স্থলে যে২খাল তাহা সম্মিলিত হইলে হ্রদ হয় খালের উ পরে সুন্দর২ ক্ষুদ্র জাহাজ গমনাগমনকরে তাহার তটস্থ শোভাকর যে২ অট্টালিকাআছে তাহা পরস্পর কোনপ্র কারে তুল্য নহে এই হেতুক তাহার দৃশ্য অতি মনোরম্য। তাতার নগরের বসতি লোক সংখ্যাবার লক্ষ পঞ্চাশ

হাজার ও পেকিন রাজধানিতে সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ত্রিংশৎ লক্ষ লোক বাস করে।

॥ মক্কার মন্দির ॥

॥ চতুর্দ্দশপাঠ ॥

এই মহাদেবালয়ে তাবৎ ইজলাম মতাবলম্বিদেশ হইতে তীর্থ যাত্রীরা আগমন করে মুসলমান জাতীদ্বারা ঐদেবালয় এলহারাম অর্থাৎ উৎকৃষ্ট নামে বিখ্যাত হয় তাহা মক্কানগরের প্রায় মধ্যস্থিত ও তাহার উত্তরদক্ষিণ দিকে এক অতি বড় ঢালু আছে। তাহার অন্তঃপাতি যেং গৃহ ও স্থান আছে তাহাএই যথা ঈশ্বরেরগৃহের নামবইত আলহা বা লাকাবা ও কাবা বাআবরা হেমের স্থান এবং জেম জেম কূপ ও মাকমইবর হেম মাকাম হানেফিমা কাম শাফি মাকাম মালেকি এবং মাকামহাল বেলিএই চারি পূজার স্থান আছে। দুইকা বা অর্থাৎ এলকবাতি নের মন্দির এবং বাবেসেলেম নামক এক খিলান আব রহেমরনিকট ও এলমনবার অর্থাৎপুর হিতের স্থানদারে নামক এক কাষ্টশোপান ঈশ্বরেরবাটীপর্য্যন্ত তিনি,শারি খিলানের এক মহাবিচার স্থান এবং দুই ক্ষুদ্র বিচার স্থান আছে তাহারউনবিংশতি দ্বার ও সাতমঠ তাহার মধ্যে পাঁচটা মঠ ঐ অট্টালিকার সম্মিলিত ওআর দুইটা মঠ নিকটবর্ত্তি গৃহ দ্বয়ের মধ্য বর্ত্তী। লাকাবা বইতআহা নামে যে দেবালয় সেচতুষ্কোণ অট্টালিকা তাহার পার্শ্বে ও

কোন সমান নহে । এই অট্টালিকার বৃহৎ পরিমান হে
ও আবৃত কৃষ্ণবস্ত্র হেত্তু তাহার যে স্বৎসিত গঠন তাহাদৃ
না হইয়া বরং চত্তষ্কোণাকারবোধ হয় হাজিরা এলআসুয়া
এক কৃষ্ণপ্রুস্তর অর্থাৎ মুসলমানেরা ঐ স্বর্গিয়প্রুস্তরকে
বিরিয়াল দূতকর্তৃকঐস্থানেআনিত্ত জ্ঞানহয়তাহাদুই হাতে
অধিক উচ্চ ও তাহার কিনারা অর্দ্ধ হাত চৌড়া ওরূপাে
মণ্ডিত রূপার পাতে অনাবৃত ঐ প্রুস্তরের যে অংশতা
অর্দ্ধ চক্রাকৃতি ও তাহার বিস্তার প্রুায় আটঅঙ্গুলিউচ্চ
জেম ২ কূপ ঐ কৃষ্ণ প্রুস্তর হইতে ছত্রিশ হাত দুর ইহা
ব্যস প্রুায় পাঁচ হাত ও জলের উপরি স্থান ছত্রিস হা
তাহার পাড় তিনহাতের অধিক উর্দ্ধ ও শ্বেত পাথ
গ্রুন্থিত । লোকেরাপূর্ব্বাপর কহিয়াথাকে যে কালে আগা
আপন সন্তান ইসমেলের সহিত আবরাহাম হইতে প্রু
গমন করিয়া অরণ্যেতৃষ্টা প্রুযুক্ত মরণাপন্ন হইয়াছিল ত
কালে এই কূপ পরমেশ্বরের দূতদ্বারা প্রুস্তুত হয় এইকা
ইজমেনের প্রুস্তর প্রুায় ঐ পূর্ব্বোক্ত মন্দিরের মধ্য স্থা
আছে ও কাবার মধ্যস্থানে বাদামাকার এবং পটুকা
ন্যায় ঐ অট্টালিকার চত্তর্দ্দিকে সপ্তবিংশতি হাত বেষ্টি
আছে এই প্রুস্তরের উপরদিয়া তীর্থ যাত্রীরা কাবার চা
দিকে ভ্রুমণ করে ইহা পাথরে নির্ম্মিত মন্দিরের মধ
স্থানে আছে ॥

৩ সংখ্যা ।

॥ প্রথম পাঠ ॥

পরিশ্রমবিভাগাদি বিষয় ।

নানা ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট এবং সভ্য জনান্বিত দেশেতে কোন ক্ষুদ্র শিল্পকরহইতে উৎপন্ন দ্রব্য নানা প্রকার কত লোকের কিয়ৎ২ পরিশ্রমেতে নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহার গণনা করা অতি দুর্ঘট । তাহার দৃষ্টান্ত এই যথা কোন সাধারণ লোকের গাত্রাবরণের নিমিত্ত লোমনির্ম্মিত মোটা ও অপরিষ্কার ফর্ত্তি ও অনেক লোকের পরিশ্রমেতে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

যথা পশুরক্ষক ও পশুলোমকর্ত্তক ও লোমরঞ্জক ও সূত্র কর্ত্তক ও তন্ত্রবায় ও রজক এবং দর্জ্জী এই সকল লোক স্ব২ শিল্পনির্ম্মিত বস্তু একত্র যোগ করিয়া ঐ দ্রব্য প্রস্তুত করে। এবং ভিন্ন২ বাণিজ্য ও ব্যবসায়ি লোকেরা অনেক ২ দেশহইতে ঐ সকল দ্রব্য এক ২ শিল্পকরের নিকটহইতে

অন্য ২ শিল্পকরের সমীপে লইয়া যাইতে নিযুক্ত আছে । আরও আশ্চর্য্য দেখ যে ব্যবসায়ি লোকেরা ও সূত্রধরেরা ও নাবিকেরা ও পাইলনির্ম্মাণকর্ত্তারা এবং রজ্জুকারকেরা পৃথিবীর শেষ সীমাহইতে রঙ্গ প্রস্তুত করণার্থে নানাপ্রকার বৃক্ষমূল ও ফল ও বৃক্ষছাল এবং পত্র আনয়ন করে । এতদ্ভিন্ন ঐ২ শিল্পকরদের অস্ত্র নির্ম্মাণ করিতে অনেক পরিশ্রমের আবশ্যক হয় তন্মধ্যে জাহাজ ও তাঁত যাঁতা প্রভৃতি বৃহৎ২ বস্তুর বিষয় কি বলিব । দেখ ঐ পশুলোম কাটিবার নিমিত্ত এক ক্ষুদ্র কাঁচি প্রস্তুত করিতে বহু পরিশ্রম লাগে । যথা আকরখনক ঐ খনিস্থ লৌহ গলাইবার নিমিত্ত চুল্লীনির্ম্মাণ কারক ওসূত্রধর ও অঙ্গার প্রস্তুত কারক ও ইষ্টক নির্ম্মাণ কর্ত্তা ও রাজমজুর ও সামান্য দাস এবং লৌহমুদ্গর আঘাত কর্ত্তা এই সকলে স্ব২ শিল্পদ্বারা পরিশ্রম করিয়া ঐ কর্ত্তরিকা নির্ম্মাণ করে । ঐ পূর্ব্বোক্ত শিল্পকারের পরিচ্ছদ এবং সাংসারিক দ্রব্য সকল এই । যথা মোটা কামিজ ও যাঁতা ও শয্যা ও উনান এবং পাক করণার্থ অঙ্গার তাহা মৃত্তিকাহইতে খনন করিয়া জাহাজ কিম্বা দীর্ঘ শকটদ্বারা আনয়ন করিয়া থাকে । এবং পাকশালা দ্রব্য ও মেজের সরঞ্জাম ছুরি ও কাঁটা ও ভোজনপাত্র প্রভৃতি ও পাচক ও মদ্যকারক এবং কাঁচনির্ম্মিত গবাক্ষদ্বার যদ্দ্বারা আলোক ও গ্রীষ্ম গৃহমধ্যে প্রবেশ করে এবং বায়ু ও বৃষ্টি রোধ হয় । এইরূপ গবাক্ষ দ্বার না থাকিলে পৃথিবীর উত্তরাংশ স্থিত লোকেরা কদাচ সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না । যদ্যপি আমরা ঐ শিল্পকরের পূর্ব্বোক্ত বিষয় সকল বিলক্ষণ রূপে বিবেচনা করি এবং

একং কর্ম্ম করিতে কত পরিশ্রম হয় ইহাও অনুসন্ধান করি তবে জানিতে পারি যে সহস্রং লোকের আশ্রয় ব্যতিরিক্ত সভ্য জনান্বিত দেশের মধ্যে কোন নীচ লোকও স্বাভাবিক রূপে থাকিতে পারে না।

।। দ্বিতীয় পাঠ ।।

শত্রুকে ক্ষমা করণ বিষয়।

যখন চীন দেশীয় মহারাজ শুনিলেন যে শত্রুরা তাঁহার কোন দূরবর্ত্তি প্রদেশে উপপ্লব করিতে উপস্থিত হইয়াছে তখন তিনি আপন সৈন্যগণকে কহিলেন যে তোমরা আমার পশ্চাতে আইস এবং আমি এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে তাহাদিগকে শীঘ্র বিনাশ করিব।

অনন্তর তথায় তাঁহার উপস্থিতি হওনেতে ঐ শত্রুরা তাঁহার অধীন হইল। তৎকালে সৈন্যেরা মনে করিল রাজা তাহাদিগকে প্রতিফল দিবেন কিন্তু যখন সৈন্যেরা দেখিল রাজা তাহাদিগের কাহাকেও দয়া ও কাহার ও সহিত শিষ্টতা ব্যবহার করিলেন তখন তাহারা অতিশয় আশ্চর্য্য বোধ করিল। এবং তৎকালে প্রধান মন্ত্রী রাজাকে কহিল হে মহারাজ আপনি কি এই প্রতিজ্ঞা করিয়া

ছিলেন। কেননা মহারাজ এই কহিয়াছিলেন যে শত্রু দিগকে বিনাশ করিব কিন্তু এখন দেখিতেছি তাহা না করিয়া কতক শত্রুদিগকে ক্ষমা ও কাহাকেও আদর করিতেছেন। রাজা দয়া প্রকাশ করিয়া উত্তর করিলেন যে শত্রুবিনাশ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম বটে সে সত্য কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছি কারণ দেখ এই ব্যক্তিরা শত্রু নহে এইক্ষণে বন্ধু হইয়াছে ॥

॥ তৃতীয় পাঠ ॥

সৎ পুত্রের পারিতোষিক।

পুরষিয়া দেশের তৃতীয় ফ্রেডরিক্‌নামক রাজা এক দিবস প্রাতঃকালে দাসদিকগে আহ্বান করণার্থে আপন কুঠরিতে ঘণ্টা বাদ্য করিলে তাহাতে কোন ব্যক্তির প্রত্যুত্তর না পাওয়াতে বাহিরে আসিয়া এক জন বালক ভৃত্যকে চৌকির উপরে নিদ্রিত দেখিলেন। পরে ঐ বালকের চৈতন্য করণার্থে নিকট গিয়া দেখিলেন যে উহার জেবের মধ্যে এক খান লিখিত পত্র আছে রাজা ঐ পত্র পাঠেচ্ছুক্ হইয়া তাহার জেবহইতে তাহা টানিয়া লইলেন এবং পাঠ করিয়া জানিলেন যে বালকের মাতা এইরূপ পত্র তাহাকে লিখিয়াছিল। তুমি যে টাকা পরিশ্রমে সঞ্চয় করিয়া আমার

অতিদুরবস্থা সময়ে পাঠাইয়াছিলা তাহা পাইয়া আমি তোমাকে অত্যন্ত আশীর্ব্বাদ করিতেছি এবং ইহার নিমিত্ত পরমেশ্বর তোমাকে সর্ব্বদা প্যারিতোষিক দিবেন যদ্যপি তুমি পরমেশ্বরের নিকট এবং মহারাজের সমীপে উত্তম রূপে দাস্য কর্ম্ম করিতে পার তবে তোমার মনোবাঞ্ছা সম্পূর্ণ হইবেক । রাজা পত্রের এই সকল বিষয় জ্ঞাত হইয়া কতকগুলিন তদ্দেশীয় মুদ্রা বিশেষ ঐ পত্রসম্বলিত করিয়া তাহারঐ জেবের মধ্যে পুনর্ব্বার রাখিলেন । পরে রাজা আপন কুঠরিতে গিয়া যে পর্য্যন্ত ঐ দাসের নিদ্রাভঙ্গ না হইয়াছিল তদবধি পুনর্ঘণ্টাবাদ্য করিতে লাগিলেন তাহাতে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া সে রাজার নিকটে গেল । পরে রাজা তাহাকে কহিলেন যেতুমি কি ঘুমাইয়াছিলা এইকথা শুনিয়াঐ ভৃত্য কাতরোক্তিতে রাজার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত ঐ মুদ্রায় হস্ত প্রদান করিল । পরে তাহা জেবহইতে বাহির করিয়া সজল নয়নে রাজার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাকিল । রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তোমার কি হইয়াছে । তাহাতে ঐ দাস উত্তর করিল হেমহারাজ কোন ব্যক্তি আমার সর্ব্বনাশ করিতে চেষ্টা পাইতেছে কারণ আমি এই মুদ্রার কোন বৃত্তান্ত জানি না । তাহাতে রাজা কহিলেন যে পরমেশ্বর উহা তোমাকে দিয়াছেন তুমি ঐ মুদ্রা তোমার মাতার নিকট পাঠাইয়া দেও এবং তোমার মাতাকে আমার প্রণাম জানাইয়া এই জ্ঞাত করাইও যে আমি তোমাকে এবং তোমার মাতাকে সর্ব্বদা প্রতিপালন করিব ।

॥ চতুর্থ পাঠ ॥

কোন দয়ালু সেনাপতির বিবরণ।

পোর্ত্তুগাশ ও লঙ্কা উপদ্বীপস্থ লোকদিগের সহিত যুদ্ধ কালীন পোর্ত্তুগীশদের টমস্ জিসুজ নামক সেনাপতি ঐ লঙ্কা উপদ্বীপস্থ এক পরম সুন্দরী স্ত্রীকে কএদ করিয়াছিলেন ঐ স্ত্রী কোন বিশিষ্ট যুবাকে বিবাহ করিতে মানস করিয়াছিল। পরে ঐ স্ত্রীর এই দুর্দ্দশা সেই যুবাব্যক্তি শ্রবণ করিয়া তাহার পদতলে পড়িবার মনস্থে তাহার নিকট দ্রুত আসাতে ঐস্ত্রী তাহাকে আলিঙ্গন করিল এবং পরস্পর রোদন করতঃ স্তব্ধ হইয়া উভয়ে চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় রহিল। পরে তাহাদের আনন্দাশ্রু কিঞ্চিৎ নিবারণ হইলে তাহারা প্রতিজ্ঞা করিল যে উভয়েই এই সেনাপতির দাস্য কর্ম্ম করিয়া কালক্ষেপণ করিব। পরে ইহা শ্রবণ করিয়া ঐ সেনাপতি দয়ালুস্বভাব প্রযুক্ত দয়ার্দ্র চিত্ত হইয়া কহিলেন যে তোমরা প্রেমরজ্জুর দ্বারা বদ্ধ হইয়াছ অতএব দাস্য কর্ম্মেতে অবশ্য বদ্ধ থাকিবা না ও তোমরা শাস্ত্র মত বিবাহ করিয়া যাবজ্জীবন সুখী হইয়া কালক্ষেপণ কর। এই কথা শুনিয়া উভয়ে ঐ সেনাপতির পদতলে পড়িয়া কহিল যে এমত দয়াশীল যোদ্ধার নিকট পরিত্যাগ করিতে আমাদের কদাচ বাঞ্ছা হয় না জয়েতে কি ব্যবহার করিতে হয় তাহা যাঁহারা জানেন এবং যুদ্ধের দুঃখকে খর্ব্ব করিতে পারেন এমত জাতি তোমরা হইয়াছ অতএব তোমাদের অধীন থাকিতে আমরা সর্ব্বদা ইচ্ছা করি।

॥ পঞ্চমপাঠ ॥

কোন ক্ষুদ্র জীবকেও নিষ্ঠুর ব্যবহার করা অকর্ত্তব্য ।

কোন নিষ্ঠুর বালক মক্ষিকাকে যাতনা দিতে ও বধ করিতে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইত সে বালক ঐ কীটের পক্ষ এবং পা ছিঁড়িয়া দেখিত সে পলাইতে পারে কিনা এবং কখন২ অনেক কীট একত্র বধ করিয়া কহিত যে আমি অতিবড় বীর ও বড় কর্ম্ম করিয়াছি । এই বিষয়ে তাহার শিক্ষক তাহাকে ভর্ৎসন করিলে তাহা বিফল হইয়াছিল যেহেতুক সে বুঝিতে পারে নাই যে মক্ষিকাগণ মনুষ্যের ন্যায় দুঃখভোগ করে ও তাহাদের প্রাণ আছে এবং স্বাধীনতায় তাহারা গমনাগমন করে ও আমাদিগের মত সুখ ভোগাদি করিতে পারে এবং মক্ষিকা দুঃখ কালীন যে কাতরতা জানায় তাহা ঐ বালক বুঝিতে পারিত না কিম্বা তদ্বিষয়ে মনোযোগ করিত না । পরে ঐ শিক্ষকের নিকট এক লঘুদূরবিণ ছিল তাহা তিনি ঐ বালকের হস্তে দিয়া এবং এক কীট আনয়ন করিয়া তাহাকে বলিলেন ঐ কীটের মধ্যে কি২ বিষয় আছে তাহা তুমি এই দূরবিণ দিয়া দেখ এবং তুমি দেখ ঐ কীটের মস্তকাবধি লাঙ্গুল পর্য্যন্ত অতি সুন্দর কৃষ্ণবর্ণ ও রৌপ্যের ন্যায় বর্ণ আছে এবং তাহার সকল গাত্র আশ্চর্য্য২ লোমে আবৃত ও তাহার চক্ষু অতি উত্তম ও রৌপ্যবর্ণ কেশ ও উহার শুণ্ডদ্বয় উপর্য্যুপরি ভাবে আছে এবং দেখ উহার উত্তম২ পক্ষ সমস্ত গাত্রের

সুশোভিত পরিচ্ছদ হইয়াছে ঐ মত পরিচ্ছদ অতি বড় রাজপুত্রেরও নাই । ইহা দর্শনে বালক ঐ কীটের নাম ও তাহার গুণ জানিতে অস্থির হইল তৎপরে ঐ শিক্ষক সেই দূরবিণ অন্তর করিয়া কেবল ঐ কীটকে দেখাইল তখন সে বালক জানিতে পারিল যে আমি যাহাকে বধ করিয়া থাকি সেই মক্ষিকা বটে ইতি ॥

॥ ষষ্ঠ পাঠ ॥

তাবৎ দৃশ্যবস্তুর নাশ বিবরণ ।

পৃথিবীর মধ্যে যে সকল বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে তাহা কালক্রমে অবশ্যই নষ্ট হইবেক এবং যাহা আমারদিগের দৃশ্য হইতেছে তাহাও নষ্ট হইবেক । ইহার দৃষ্টান্ত আমরা প্রতিদিন দেখিতেছি দেখ যে পুষ্পকলিকা প্রথমতঃ উৎপন্ন হয় তদনন্তর প্রস্ফুটিত হইয়া গন্ধে আমোদ করে পশ্চাৎ কালক্রমে শুষ্ক হইয়া বিনষ্ট হয় । আর বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বৃক্ষাদি হয় তদনন্তর ওষধি অর্থাৎ ফলপাকনাশ্যের শস্য জন্মিয়া পরিপক্ব হইলে ঐ বৃক্ষ বৎসরান্তে নষ্ট হয় এবং অন্য বৃক্ষ হইতে পত্র পরিপক্ব হইলে পতিত হয় এই চিহ্নদ্বারা বোধ হয় যে বৃক্ষ ও কিছু কাল বিলম্বে নষ্ট হইবেক এবং পর্ব্বতেরউপরিস্থ ওক্‌নামক বৃহৎবৃক্ষ যাহা যুগযুগান্তে বর্দ্ধিত হইয়াছে তাহাও এইক্ষণে পতিত হইতেছে এবং পূর্ব্বং কালেকোন স্থান অতি বিখ্যাতছিল এইক্ষণে কেবল তাহার নাম মাত্র শুনিতে পাই এবং নানা স্থানে আমাদিগের পর্ব্ব

পুরুষেরা মন্দির করিয়া দেবালয়াদি করিয়াছিলেন তাহা ও এইক্ষণে কিয়ৎ ভগ্ন দৃষ্ট হইতেছে। আর য়িরূসালম নামক দেশ ও জায়ন্ নামক পর্ব্বতের উপরিস্থ মন্দির যেখানে অতি আশ্চর্য্য২ দ্রব্য উৎপন্ন হইত এইক্ষণে সেখানে একখান প্রস্তরের উপর আর একখান প্রস্তর মাত্র ও দেখা দুর্ঘট হইয়াছে। এবং অতি বিখ্যাত বেবিলন্ নগর ও এইক্ষণে সমভূমি হইয়া বিনাশ পাইয়াছে মহৎ২ রাজ্যের ও সামান্য রাজ্যের ও পরিবার প্রভৃতির উৎপত্তি ও বৃদ্ধি এবং পতনহইতেছে এবং পৃথিবী ও ক্রমে২ খর্ব্ব হইতেছে। আর পঞ্চ ভূত ও সূর্য্য এবং তারাগণ সকলেই কালবশতঃ নষ্ট হইবে এবং যে২ বৎসর গত হইতেছে তাহার আর উৎপত্তি নাই এই দৃষ্টান্তে আমরা জানিতেছি যে সকলেই নশ্বর ইতি ॥

॥ সপ্তম পাঠ ॥

মনুষ্যের কর্ত্তব্যের দৃষ্টান্ত।

এবিন্সিনের পুত্র ওবাইডা নামক একব্যক্তি অতি প্রত্যূষে অতিথিশালাহইতে গাত্রোত্থান করিয়া আশা ও সাহস এবং ইচ্ছান্বিত হইয়া হিন্দু স্থানের এক প্রান্তরে ভ্রমণ করিতে২ শীঘ্র উপত্যকা ভূমিতে গিয়াছিলেন এবং সেস্থানে

দেখিলেন যে পর্ব্বত সকল যেন তাঁহার সম্মুখে ক্রমে বাড়িতেছে পরে ক্রমিক গমন করত ঐ রম্য স্থানস্থ প্রাতঃকালে পক্ষিগণের অতি মধুর শব্দ তাঁহার কর্ণগোচর হইলে ঐ কর্ণেন্দ্রিয় অতি তৃপ্ত হইল এবং পক্ষির পক্ষ হইতে যাদৃশ বায়ু নির্গত হয় তাদৃশ মন্দবায়ু দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া সুগন্ধি বৃক্ষহইতে আগত শীতল শিশিরে সিক্ত হইয়া অনুভব করিলেন যে এই উচ্চ বৃক্ষ সকল যেন পর্ব্বতাদির অধিপতির ন্যায় স্থিতি করিতেছে। ঐ সময়ে প্রথম বসন্ত কালোদ্ভূত কন্যার ন্যায় সুগন্ধি গোলাপ পুষ্পের আমোদ আঘ্রাণ করাতে তাঁহার ঘ্রাণেন্দ্রিয় সুখে মগ্ন হইয়াছিল এবং তাঁহার সকল দুর্ভাবনা তৎকালীন মন হইতে দূরে গিয়াছিল এই রূপে তিনি মধ্যাহ্ন কালপর্য্যন্ত গমন করিয়া প্রচণ্ড উত্তপ্ত হওয়াতে আত্যন্তিক ক্লিষ্ট হইয়া সুখজনক অর্থাৎ কোন স্নিগ্ধ পথের চতুর্দিগে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন পরে তদ্দক্ষিণাংশে এক কম্পিত বৃক্ষের ছায়া দেখিয়া বোধ করিলেন যে এই ছায়া আমাকে আহ্বানার্থে চঞ্চল হইতেছে এই বোধে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার অনিবার্য্য সুখজনক শীতলতা ও স্নিগ্ধতা অনুভব করিলেন পরে তিনি আপন গম্য স্থানে ভ্রমণ করিতে২ শ্রান্ত হইয়া ঐ সাধারণ পথের নিকটে এক অপ্রশস্ত পথ দেখিয়া তাহা ঐ সাধারণ পথের ন্যায় সোজা বোধ করিলেন এবং এই পথের উভয় পার্শ্ব অতি সুগন্ধি পুষ্পেতে শোভিত ইহাতে আহ্লাদিত হইয়া যাহাতে সুখে অর্থাৎ পরিশ্রম ব্যতিরেকে গমন হয় তাহার চেষ্টা করিয়া

ছিলেন এই রূপে কিছু কাল গমন করিয়া কেবল তন্মধ্যে পক্ষির ধ্বনি শ্রবণ করিয়া অবস্থিতি করিতেন সেই পক্ষিগণ উত্তাপপ্রযুক্ত ছায়াতে একত্রিত ছিল। এবং উভয়পার্শ্বস্থ পুষ্প ও ফলচয়ন করিয়া আত্মাকে প্রমোদিত করিয়াছিলেন। পরে ঐ পথ আত্ম স্বাভাবিক সরলতা ত্যাগ করিয়া পর্ব্বত ও বনমধ্যে গিয়া তথা কার পতিত জল এবং উনুইদ্বারা সংসিক্ত ছিল। পরে তিনি ঐ স্থানে কিছু কালস্থির হইয়া এই ভাবিলেন যে যেপথ জানি, এবং যাহাদ্বারা আগমন করিয়াছি তাহা ত্যাগ করা উচিত কি না। ইহাতে এই স্থির করিলেন যে এ গ্রীষ্ম সময় এবং প্রান্তরে ভূমি নিম্নোন্নত ও ধূলীময় এই কারণ নূতন পথে গমন করিতে মনস্থ করিয়া তথায় গেলেন তিনি এই জ্ঞানকরিয়াছিলেন ঐ নূতন পথ কিয়দ্দুর পর্য্যন্ত বক্র পরে প্রশস্ত পথে সংলগ্ন হইবে।

এই রূপে তিনি স্বেচ্ছা পূর্ণ করিয়া পুনর্গমন আরম্ভ করিলেন তৎকালীন তাঁহার জ্ঞানহইতে লাগিল যে আমি বহুদূরে গমন না করিয়া নিকটেই আছি। আর তাঁহার মনের অস্থিরতা হইলেও তিনি বহুবিধ নূতন২ দ্রব্য দর্শন স্পর্শন করত ইন্দ্রিয় সকলকে আহ্লাদিত করিয়া নানা প্রতিধ্বনি শুনিতে লাগিলেন। ও কখন বা পর্ব্বতের উপরে নূতন দ্রব্য দর্শনে গমন করেন কখন বা জলের উনুই কখন বা নদীর স্রোতের উৎপত্তি স্থান অনুসন্ধানে আমোদিত হয়েন ঐ সকল নদী বহুস্থানে বক্রভাবে

অনেক দেশ পর্য্যন্ত গমন করিয়া তথাকার লোকদিগকে জল প্রদান করিতেছে এই সকল আহ্লাদজনক দ্রব্য দর্শনে তাঁহার মনোযোগাভাবে অনেক সময় বৃথা যাইতে লাগিল পরে এই প্রকার নানা দ্রব্য দর্শনে তাঁহার তত্তৎ বিষয়ের স্মরণ ছিলনা তিনি নিশ্চয় বলিতে পারিলেননা যে আমি কোথায় গমন করিব। পরে তিনি ভাবিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন ও ভীত হইয়া মনে করিলেন যে অগ্রে গমন করিলে পাছে দূর দেশে গিয়া মন্দপথে পড়ি তথাপি তিনি জানিতেন যে আমি অনেক কাল বৃথা ক্ষেপণ করিয়াছি তাঁহার এই রূপ মনের অস্থিরতা কালীন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন এবং দিবাশেষ হওয়াতে দৈবাৎ ঝড় উপস্থিত হইল তখন তিনি হঠাৎ অবোধতা স্মরণ হইয়া জানিলেন যে সুখ অন্বেষণে সুখ হারাইয়াছি পরে স্থির হইয়া ক্ষুদ্র দ্রব্য দর্শনার্থ বনে আগমন তুচ্ছ বোধ করিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন এই প্রকার ভাবনা কালীন আকাশ মেঘাবৃত অতি কৃষ্ণবর্ণ এবং বজ্রাঘাত হওয়াতে তাঁহার চমক্ হইল।

তৎকালীন তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে আমি পুনর্ব্বার যে পথে আগমন করিয়াছি সেইপথে যথাসাধ্য যাইব এবং যে কোন প্রকারে বন উত্তীর্ণ হইয়া মাঠে যাইতে পারে ইহাই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তদনন্তর তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়া পরমেশ্বরের নিকট আপন প্রাণ সমর্পণ করিয়া সাহস পূর্ব্বক অস্ত্র বাহির করিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন কারণ

সেখানে পশু ভয় দস্যু ভীতি ছিল। পরে অন্ধকারে ও নির্জনতাতে আবৃত এবং বনমধ্যে বায়ুর শব্দ এবং পর্ব্বত হইতে স্রোতের ধ্বনি তাঁহার কর্ণ গোচর হইতে লাগিল।

অনন্তর তিনি একাকী ও দুঃখিত হইয়া কোথায় যাইতেছি তাহা জ্ঞাত না হইয়া বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ও মরণ বর্ত্ম নিকট কি দূর তাহাও জানিতে না পারিয়া শেষে নির্ভয়ে বহু পরিশ্রম করিয়া শক্তিহীন হইলেন। তাঁহার ঘননিশ্বাস বহিতে লাগিল ও জানুদেশ থর২ করিয়া কাঁপিতে লাগিল এবং তিনি পূর্ব্ব জীবনাশা ত্যাগ করিয়া ছিলেন বটে কিন্তু তৎকালে বৃক্ষমধ্যে এক আলোক দর্শন করিয়া সাহসী হইয়া তথায় গমন করিলেন এবং সেখানে গিয়া জানিলেন যে এক সন্ন্যাসির কুটীরহইতে এই আলোক নির্গত হইতেছে ঐ সন্ন্যাসির কুটীরদ্বারে গিয়া তাহার আহ্বানে কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঐ সন্ন্যাসী খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া তাঁহার সম্মুখে দিলে তিনি তাহা সন্তোষ পূর্ব্বক ভোজন করিলেন। শেষে সন্ন্যাসী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তুমি কি প্রকারে কোথা হইতে এখানে আসিয়াছ। আমি বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত এই নির্জন বনে বাস করি তন্মধ্যে এখানে এক ব্যক্তিরও মুখাবলোকন করি নাই তাহাতে ওবাইডা অকৈতবে আত্ম ভ্রমণের বৃত্তান্ত বিস্তারিত রূপে তাঁহাকে জানাইলেন। পরে সন্ন্যাসী তাঁহাকে কহিলেন যে অহে বালক তোমার যত ভ্রম ও পাগলামি ও আপদ এবং বর্ত্তমান

দিবসের পলায়ন এই সকল অন্তঃ করণে নিমগ্ন কর। অহে বালক তুমি দৃঢ় রূপে জ্ঞান করিও যে মনুষ্যের জীবন এক দিনের পরি ভ্রমণের ন্যায়। দেখ মনুষ্যেরা প্রাতঃকালে অর্থাৎ বাল্যকালে পরিপূর্ণ শক্তিমান্ ও আশাবিশিষ্ট হইয়া আহ্লাদে ও মনোযোগে ধর্ম্মজনক শোভা পথে কিছু কাল গমন করিয়া সুখরূপ গৃহের অভিমুখে গমন করে। এই অল্পকালের মধ্যে তাহার উগ্রস্বভাব খর্ব্ব করিয়া কর্ম্মের ন্যূনতা করিয়া সুখ বৃদ্ধির ও সহজ ধারার চেষ্টা করে এবং তাহারা শক্তির ন্যুন করিয়া এবং দুরবর্ত্তি দোষেতে ভীত না হইয়া আপন দৃঢ়তাতে প্রত্যয় করে ও যে সকল বস্তু স্পর্শ করিব না এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছে সাহসপূর্ব্বক তাহার নিকটে যায় এই প্রকারে তাহারা নির্ভাবনার উদ্যানে গিয়া নির্ভয়ের ছায়াতে শয়ন করিয়া থাকে এই স্থানে তাহাদিগের অন্তঃকরণ ও দৃঢ়তা স্থির হইয়া থাকে। এই কালে তাহারা আরও জানিতে চেষ্টা করে যে আমরা আরো বর্দ্ধিত হইয়া সুখের উদ্যানে দৃক্পাত করিতে পারি কি না। এইরূপে তাহারা সন্দেহ পূর্ব্বক কম্পিত হইয়া মন্থর গতিতে ঐ সুখের উদ্যানের নিকটে গমন করে এবং সর্ব্বদা আশা করে যে ঐ সুখ উদ্যানে থাকিব। কিন্তু ধর্ম্মের পথ যেন তাহারা দৃষ্টি বহির্ভূত না করে কেননা তাহা হইলে ফিরিয়া আসিতে হইবেক এবং কোন বস্তু ক্রমে২ উপর্য্যুপরি শোপান প্রবিষ্ট করাইতে মনুষ্যের মনকে লওয়ায় এবং এক বিষয়ে সম্মত হইলে অন্য বিষয় প্রবৃত্ত করায় এবং কালক্রমে নির্দোষের যে সুখ তাহা

তাহারা হারায় এবং তাহারা অস্থির মনকে সন্তুষ্ট করণার্থে ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইয়া কুপথে গমন করে আর ক্রমে পূর্ব্ব মনস্থ ভুলিয়া যায় এবং জ্ঞানি লোকের যে ইচ্ছা তাহাও ত্যাগ করে এই প্রকার কর্ম্মেতে জড়ীভূত হইয়া সাংসারিক সুখে মগ্ন হয়। আর অস্থিরতার বক্রতাতে সর্ব্বদা পরি ভ্রমণ করে যখন বৃদ্ধাবস্থার অন্ধকার ও পীড়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে তখন তাহারা শঙ্কাতে ও ভাবনাতে এবং আক্ষেপে গত কালের অনুশোচনা করে এবং এই কালে তাহাদিগের এমত বৃথা বাঞ্ছা হয় যে ধর্ম্মের পথ আমরা কেন হারাইয়াছিং। হে বালক্ তোমার দৃষ্টান্ত দেখিয়া যাহারা নিরাশ না হইয়া সুশিক্ষা করে তাহারাই সুখী ও দিনাবসান হইয়াছে এবং শক্তির অল্পতা অর্থাৎ শেষাবস্থা হইয়াছে তথাচ কদাচ নিরাশ হইও না এবং অন্য চেষ্টা করিয়া রীতি পরিবর্ত্ত করণ চেষ্টা করিলেই হইতে পারে সৎচেষ্টা কদাচ বিফল হয় না এবং ভ্রমণ কারিব্যক্তি চেষ্টা করিলে সৎপথে প্রত্যাগমন করিতে পারে এবং যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের নিকট শক্তি ও সাহস প্রার্থনা করে তাহার আপদ ও কঠিনতা কদাচ থাকে না। হে বালক্ তুমি এখন গিয়া বিরাম কর প্রভাতে পুনর্গমন করিও ইতি।

॥ অষ্টম পাঠ ॥

হয়দরালির মস্‌জিদের বিবরণ।

হিন্দুস্থানে মিসর রাজ্যের প্রধান নগর সেরিঙ্গপটাম

ঐ নগরের বৃহৎউদ্যানের পশ্চিম কোণে হায়দরালির মস্‌জিদগ্রথিত হইয়াছে ইহার চতুষ্পার্শ্বে ঝাউগাছ পরিবেষ্টিত আছে টিপু সাহ আপন পিতার গৌরব প্রকাশার্থে ঐ মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন আর প্রায় আঠার ইঞ্চি মৃত্তিকার উপর যে কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর আছে তাহার অধোভাগে হয়দরালির ও তাহার স্ত্রীর এবং টিপুসাহের মৃতশরীর প্রোথিত হইয়াছে সেই কবর অতি উত্তম বস্ত্রে আবৃত এবং তাহার উপরিভাগে এক উত্তম চন্দ্রাতপ আছে ঐ আশ্চর্য্য শালি বাটী গুম্বেজ সহিত উত্তম২ চাক্‌চিক্ক বিশিষ্ট নির্ম্মল কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরস্তম্ভেতে রক্ষিত হইয়াছে এবং উহার চতুষ্পার্শ্বে অনেক অনাবৃত স্থান আছে তাহার মধ্যে ফকীরদের অনেক২ বাসস্থান আছে তন্নিকট এক উচ্চ স্থানে কৃতজ্ঞ দাসদের কবর দেওয়া গিয়াছে ঐ মস্‌জিদের দুইপার্শ্বে দুইটা বড় মন্দির আছে ঐ স্থানে মোল্লারা কোরাণ পাঠ করিবার নিমিত্ত বৎসর২ দুইসহস্র মুদ্রা বিশেষ ইংরাজবাহাদুরের নিকটহইতে পাইয়াথাকে এবং ঐ স্থানে প্রত্যহ তিনপেগোড়া মুদ্রাবিশেষ তদধ্যক্ষেরা দান করিয়া থাকে ইতি ।।

।। নবমপাঠ ।।

স্পানিয়া দেশের উপাখ্যান বক্তারা সত্যবাদির প্রতি শ্রদ্ধা ও মানরক্ষার একদৃষ্টান্ত কহিয়াছেন ঐ দেশের কোন অশ্বারূঢ় ব্যক্তির সহিত মুর দেশের কোন মুসলমানের

হঠাৎ বিবাদ হওয়াতে ঐ অশ্বারূঢ় তাহাকে বধ করিয়া পলায়ন করে ইতোমধ্যে তৎপক্ষীয় লোকেরা সেই অশ্বারূঢ়কে ধরিবার নিমিত্ত আসিবাতে সে অকস্মাৎ কোন এক প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া এক উদ্যানে পলাইয়া গিয়াছিল । তদনন্তর তদুদ্যানের অধিপতি কোন যবনের নিকটে হাঁটু গাড়িয়া সে জোড় হস্তে আত্মবিবরণ নিবেদন করিয়া আপনার প্রাণরক্ষার্থে এক গুপ্ত স্থানে সংগোপনে থাকিতে প্রার্থনা করিল । পরে ঐ যবন অর্দ্ধভুক্ত এক পিচ্ ফল তাহাকে ভক্ষণ করিতে দিয়া কহিলেন তুমি ইহা ভক্ষণ কর আমি তোমাকে রক্ষা করিব । তৎপরে ঐ উদ্যানের এক কুটরীতে তাহাকে চাবি দিয়া রাখিয়া কহিলেন রাত্রি উপস্থিত হইলেই আমি তোমাকে এক উত্তম স্থানে সুন্দররূপে লুকাইয়া রাখিব এই কথা কহিয়া ঐ যবন নিজ ভবনে গিয়া বসিবামাত্র কতক গুলিন লোক চীৎকার শব্দে আক্ষেপ করিতে২ অশ্বারূঢ় কোন স্পানিয়া দ্বারাহত সেই যবনের মৃত বালককে লইয়া তাঁহার সম্মুখে সমর্পণ করিল কিঞ্চিৎ কালানন্তর তাঁহার শোকের কিছু মান্দ্য হওয়াতে তিনি জানিলেন যে অশ্বারূঢ়ের প্রাণ আমার হস্তে সমর্পিত হইয়াছে সেই ব্যক্তিই আমার পুত্র হত্যা করিয়াছে এই বৃত্তান্ত প্রকাশ না করিয়া রাত্রি উপস্থিত হইলে সকলকে কহিলেন যে তোমরা আমার সহিত কেহই আসিও না ইহা বলিয়া ঐ উদ্যানে গেলেন তাহাতে বোধ হইল শোকার্ত্ত হইয়া

একাকী তিনি তথায় গমন করিলেন। পরে ঐ হুটরীস্থ লোকের নিকট গিয়া সেলাম করিয়া কহিলেন হে খ্রীষ্ট মতাবলম্বিন্ তুমিই আমার পুত্রকে বধ করিয়াছ এবং সেই মৃত শরীর এইক্ষণেও আমার আলয়ে আছে আর তোমার শাস্তি দেওয়া উচিত বটে কিন্তু তুমি আমার সহিত ফল ভোজন করিয়াছ এবং আমিও প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তোমাকে রক্ষা করিব তাহা কদাচ ভঙ্গ হইবে না এই কথা কহিয়া তাহাকে আপন অশ্বশালায় লইয়া গিয়া এক অতি দ্রুতগামি অশ্ব তাহাকে দিয়া কহিলেন তুমি এই অশ্বা রোহণ করিয়া অতিবেগে প্রভাত পর্য্যন্ত গমন কর তাহাতে তোমার কোন ভয় থাকিবে না এবং তুমি আমার পুত্র হন্তা ও যথার্থ দোষী এবং পরমেশ্বর যাথার্থিক ইহাতে আমি তাঁহাকে প্রণাম করিতেছি কেননা পরমেশ্বর আমার যথার্থ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন ইতি।

॥ দশমপাঠ ॥

কোন দাসের উপকারের আশ্চর্য্য বিবরণ।

১৭৭৩ শালে কৌণ্ট উপাধি বিশিষ্ট পডস্কি নামক এক ব্যক্তি স্বস্ত্রীর সহিত ভাইয়ানা নগর হইতে ক্রেকো নগরে শীতকালে যাইতে ছিলেন ইতোমধ্যে কার্পেথিয়ন পর্ব্বতহইতে কতক গুলিন নেক্ডিয়া ব্যাঘ্র দলবদ্ধ হইয়া

ক্রেকো নগরের নিকটবর্ত্তি জাঠোর ও অজ্‌উইক নগরের মধ্যে তাহাদের গাড়ীর পশ্চাতে আসিতে লাগিল ঐ ব্যাঘ্রেরা অত্যন্ত শীতসময়ে স্বাভাবিক অবস্থা হইতেও অতি ভয়ানক হয়। ঐ পড়স্কির দুই ভৃত্য সঙ্গে ছিল তাহার মধ্যে একজন প্রথমত ডাকের ঘোটক প্রস্তুত করণজন্য সমাচার দেওনার্থে গিয়াছিল ও অন্য একজন ঐ ব্যক্তির অতি কৃতজ্ঞ দাস ছিল এই নিমিত্ত তাহাকে তিনি অত্যন্ত ভাল বাসিতেন সেই অশ্বারূঢ় ভৃত্য ঐ ব্যাঘ্র সমূহের নিকটা গমন দর্শনে প্রভুকে কহিল হেপ্রভো আপনি যদি আজ্ঞা করেন্ তবে আমার এই অশ্বকে ঐ ব্যাঘ্র গণের ভক্ষণার্থ দেই উহারা ভক্ষণ করিতে২ আমরা সেই নগরের নিকটবর্ত্তী হইতে পারিব তাহাতে তিনি সম্মত হইলে ঐ দাস গাড়ীর পশ্চাতে আরোহণ করিয়া নিজ অশ্বকে ব্যাঘ্রদিগকে সমর্পণ করিল ও ব্যাঘ্রেরা তাহাকে খণ্ড২ করিয়া ফেলিতে লাগিল ইতোমধ্যে ঐ রথস্থ পড়স্কি সেই নিকটবর্ত্তি নগরে প্রবেশ করিবার আশয়ে যথাশক্তি অতিদ্রুত গাড়ী চালাইতে লাগিল ঐ শকটনিযোজিত অশ্ব গমনে অতি শ্রান্ত হওয়াতে এবং ব্যাঘ্রেরা রক্ত ভক্ষণে অতি বলবান্ হইয়া ঐ শকটের নিকটে গেল এই দুরবস্থাতে সেই দাস চীৎকার করিয়া কহিল হে প্রভো এইক্ষণে মহাশয়ের প্রাণ রক্ষার এক উপায়মাত্র আছে যদ্যপি মহাশয় আমার স্ত্রী ও পরিবারের ভরণ পোষণ করণে প্রতিজ্ঞা করেন তবে আমি ঐ ব্যাঘ্রের সম্মুখে পড়িতে পারি এবং যখন ব্যাঘ্রেরা আমার উপর আক্রমণ করিবে তখন মহাশয় পলাইবেন তাহাতে তিনি

সম্মত হওনে সন্দেহ করিতে লাগিলেন যখন দেখিলেন আর কোন উপায় নাই ব্যাঘ্রহস্তে পতিত হইলাম তখন তিনি কহিলেন যদ্যপি তুমি আমার নিমিত্ত প্রাণ দেও তবে আমি তোমার স্ত্রী ও পরিবার গণকে যাবজ্জীবন প্রতিপালন করিব এইপ্রতিজ্ঞা করিলাম। তদনন্তর ঐভৃত্য শকটহইতে নামিয়া ব্যাঘ্রের সম্মুখে আসিবাতে ব্যাঘ্রেরা তাহকে ভক্ষণ করিল ইত্যবসরে তিঁনি জাঠোর নগরে পৌঁছিয়া আত্ম প্রাণ রক্ষা করিলেন ঐঁ ভৃত্য প্রটেস্‌টেণ্ট ধর্ম্মাবলম্বী ছিল ও তাহার প্রভু কেথেলিক্ ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়াও আত্ম প্রতিজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিয়াছিলেন ইতি।

॥ একাদশপাঠ ॥

॥ অহঙ্কারির হিতোপদেশ ॥

দক্ষিণ সমুদ্র মধ্যে সল্‌মন্ নামে খ্যাত কতক গুলিন উপদ্বীপ আছে তাহার মধ্যে কিয়ৎ দূরবর্ত্তী এক উপদ্বীপ অতি বৃহৎ এইক্ষণে ঐ উপদ্বীপের অধিপতি স্বেচ্ছাচারী তাঁহার একজন পূর্ব্বপুরুষ ঐ সকল উপদ্বীপের অধিপতি হইয়া প্রজাগণের রীতি পরিবর্ত্ত ও বিদ্যাবৃদ্ধি করিয়া অনেক কাল পর্য্যন্ত আত্মনামে ঐ স্থানের নাম ও শল্‌মন্ রাখিয়াছিলেন পরে ঐ উপদ্বীপের খ্যাত্যাপন্ন বংশীয় কোন এক ব্যক্তি ধনে এবং পরাক্রমে অতি বড় বর্দ্ধিষ্ণু এবং আত্ম সৌভাগ্যে অহঙ্কারী হইয়া ঐ বংশের মহৎ গুণ ত্যাগ করিয়া আত্ম অহঙ্কার ও মন্দসুখাভিলাষ কি প্রকারে রক্ষা করিবেন তাহাই সর্ব্বদা ভাবিতেন।

অ ন্তের সমুদ্র তীরে তাঁহার এক বাটী ছিল তথায় মৎস্য ধরিয়া ও মৃগয়া করিয়া তিনি বৃথা কালক্ষেপণ করিতেন ঐ বাটীর চতুর্দ্দিকে ও সমুদ্র জলমধ্যে যে সকল নলবন ছিল তাহাতে ঐ পূর্ব্বোক্ত উভয় কর্ম্মের ব্যাঘাত হইত তন্নিমিত্ত তিনি মধ্যেং বিরক্ত হইয়া মনে করিতেন যে আমি এতবড ভাগ্যবান্ লোক থাকিতে এক ক্ষুদ্র ব্যক্তি এই নলবনের অধিপতি হইয়া ইহাতে চুপ্‌ড়িপ্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া কালক্ষেপণ করে অতএব আমি এই স্থান ক্রয় করিব এই চেষ্টা বৃথা হওয়াতে বায়ু প্রবল সময়ে আত্ম দাসদ্বারা ঐ নলবন দগ্ধ করাইলেন ।

পরে ঐ শিল্পকর আত্ম জীবনোপায় নল দগ্ধ দেখিয়া ঐ ক্ষতির অনুসারে তাঁহাকে মান্যমান না করিয়া প্রকাশ রূপে নানা প্রকার কটু বাক্য কহিতে লাগিল তাহাতে ঐ অহঙ্কারী তাহাকে আঘাত করিয়া নানাপ্রকার ভর্ত্সনা করিল ।

তদনন্তর ঐ ক্ষুদ্র শিল্পকর আপন শরীরাঘাতে প্রমাণ দর্শাইয়া রাজার পাদাবনত হইয়া ঐ অহঙ্কারির নামে অভিযোগ করিলে রাজা তাহার বিচারার্থ কোন এক দিবস স্থির করিয়া ঐ অহঙ্কারিকে কহিলেন তোমার দুষ্কর্ম্মের বিচার ঐ নিয়মিত দিবসে হইবেক তুমি তদ্দিবসে উপস্থিত হইবা । পরে ঐ মহৎ লোক সেই অবধারিত দিবসে বিচার স্থানে আসিয়া রাজার নিকট আত্মদোষ স্বীকার করিয়া

কহিল যে নীচলোক মহৎলোককে যে প্রকার মান্যমান করে সেই প্রকার এই ক্ষুদ্রলোক আমার প্রতি করেন ই। তাহাতে রাজা উত্তর করিলেন যে তোমার প্রপিতামহ আমার পূর্ব্বপুরুষের রাজবাটীতে ছোট লোকের সহিত কাষ্ঠ কাটিয়া ও আত্ম ন্যূনতা স্বীকারে তোমাহইতে ও অতি বর্দ্ধিষ্ণু ছিলেন এবং এইক্ষণে খেদ এই যে আমার রাজ্যের মধ্যে তুমি বড় ধনী হইয়াছ তাহাতে সুখ এবং ধনের মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়া কি কর্ম্ম করিতে হয় তাহা জান না কারণ ধনি ব্যক্তি আত্ম প্রতিপালনের চেষ্টা দূর করিয়া পরোপকার নিমিত্ত সর্ব্ব প্রকারে চেষ্টা করে।

রাজা এই কথা শেষ করিয়া তাহার প্রতি কোপান্বিত হইয়া দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। পরে ঐ অহঙ্কারী রাজাকে কহিল যে অনালাপ্য ক্ষুদ্রলোককে এমত প্রশ্রয় দিলে তাহার অহঙ্কার আরও বৃদ্ধি হইবে তাহাতে রাজা তাচ্ছীল্যে ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিলেন তোমার বিবেচনা অতি অল্প অতএব অবিবেচকেরা প্রতিফল পাইলেই স্বদোষ জ্ঞাত হইতে পারে এই কথা কহিয়া জাহাজের অধ্যক্ষ ইয়ান্‌হুমা নামক ব্যক্তিকে ডাকিয়া কহিলেন যে বাদি প্রতিবাদিকে উলঙ্গ করিয়া অসভ্য জনান্বিত দূরবর্ত্তি সজল উপদ্বীপে লইয়া গিয়া রাত্রি যোগে ছাড়িয়া দেও। পরে এই উভয়ে ভাগ্যানুসারে থাকিবে তদনন্তর সেই নাবিক তাহা করিলে ঐ অহঙ্কারী সেই ক্ষুদ্র ব্যক্তির সহিত এই দুরবস্থা সময়ে নির্জ্জন থাকিতে অপমান বোধ করিয়া

এক পতাকার ব্যবধানে থাকিল। পরে তদ্দেশীয় বন্য লোকেরা ঐ জাহাজের আলোক দর্শনে তথায় আসিয়া সেই উলঙ্গ দুই জনকে দেখিয়া ভয়ানক চীৎকার শব্দে তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া ক্রমে২ নিকট হইয়া অস্ত্রদ্বারা উভয়কে বধ করিতে উদ্যত হইল।

অনন্তর ঐ অহঙ্কারী আত্ম প্রাধান্য অযথার্থ বোধ করিল কেননা সে লজ্জা ও উলঙ্গতা এবং বন্যজাতির ভয়ে অন্যচিত্ত হইল এবং তাঁহার এমত কোন বিদ্যা ছিল না যে ঐ বন্য লোকদিগকে বশ করিতে পারেন অতএব তাঁহাকে ঐ ক্ষুদ্র শিল্পকরের পশ্চাতে অতিশয় ভীত হইয়া আত্ম অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইতে হইল এবং তিনি যাহাকে এক ঘণ্টাপূর্ব্বে ঐ দুরবস্থাতেও তুচ্ছ করিয়াছিলেন তখন তাহাকে ঐ কর্ম্মের অধ্যক্ষ করিয়া মানিলেন আর ঐ চুপ্‌ড়ি নির্ম্মাণকারকের এই উলঙ্গতাবস্থা সহজ এবং সর্ব্বদা দুঃখাবস্থায় থাকাতে তাহার মৃত্যু ভয়ও অল্প ছিল আর ঐ দেশে যে বিদ্যার প্রচার ছিল না এমত বিদ্যা সে জানিত এই সাহসে তাহার বাঁচিবার ভরসা হইল পরে সে ঐ বন্য ব্যক্তিদিগকে সঙ্কেত করিয়া বলিল যে তোমাদিগকে কোন উপযুক্ত বস্তু দর্শন করাই এই কথাতে তাহারা নিকটে আইলে নল আনয়ন করিয়া আত্মবিদ্যা প্রকাশ করণার্থে রঙ্গ ভঙ্গ করিয়া চুপ্‌ড়ি প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতে লাগিল তাহাতে বন্য লোকেরা চমৎকৃত রূপে ইহাতে

কি হইবে এই আশয়ে অবাক্ হইয়া ঐ সকল দেখিতে লাগিল।

পরে চুপড়ী নির্ম্মাণ কারক অত্যল্প কালেই ঐ নলদ্বারা অতি উত্তম এক মুকুট প্রস্তুত করিয়া ঐ বন্যজাতীয়ের প্রধান ব্যক্তির নিকটে গিয়া সম্মান পুরঃসরে সুস্থির রূপে তাঁহার মস্তকে প্রদান করিল তাহাতে তাঁহার পারিষদেরা প্রভুর এই নূতন অলঙ্কার দেখিয়া আত্ম অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঐ ক্ষুদ্র শিল্পকরের চতুর্দ্দিগে আহ্লাদিত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল।

আর ঐ বন্যলোকেরা সেই প্রকার দ্রব্য পাইবারপ্রত্যাশায় ঐ মুকুটকারককে অস্থির করিতে লাগিল তাহাতে ঐ শিল্পকরের অনেক কর্ম্মের ভার হইল এবং বন্য জনেরা ঐ শিল্পকরের পশ্চাৎবর্ত্তি ব্যক্তিকে নিরবলম্বনে চুপ্ করিয়া থাকিতে দেখিয়া আত্ম অস্ত্র শস্ত্র পুনর্ব্বার গ্রহণ করিয়া তাহাকে বধ করিতে উদ্যত হইল তাহা দেখিয়া ঐ ক্ষুদ্র শিল্পকর তাহার প্রতি দয়ার্দ্র চিত্তে তৎকৃত তাবৎ পূর্ব্বাপকার সেই ক্ষণে বিস্মৃত হইয়া তাহাকে রক্ষা করিতে ঐ বন্য জাতীয়দিগকে এই কহিল এই ব্যক্তি ঐ বিদ্যা জ্ঞাত নহে যদ্যপি তোমরা ইহাকে কোন কর্ম্মের উপযুক্ত জ্ঞান কর তবে এই ব্যক্তি ঐ সকল কর্ম্মোপযুক্ত নল আমার নিকট শীঘ্র ২ আনিয়াদিতে পারে তাহাই দিবে। পরে এই কথাতে তাহারা তাহার বধ বিষয়ে নিবৃত্ত হইয়া মুকুট কারকের চতুর্দ্দিগে এই

প্রমোদিত কর্ম্ম দর্শনে আহ্লাদিত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল এবং ঐ ব্যক্তিকে শিল্পকরের চাকর করিয়া দিয়া ঐ উপদ্বীপস্থ বন্য লোকেরা তথায় ঐ মুকুট কারককে অভয় দান করিয়া রাখিয়া গেল এবং তাহারা বোধ করিল যে এই শিল্পকর হইতে ঐ ব্যক্তি ক্ষুদ্র ও অতি অজ্ঞান।

পরে ঐ উপদ্বীপের চতুর্দ্দিগহইতে আবাল বৃদ্ধ বনিতারা দল বদ্ধ হইয়া ক্রমেং ঐ মুকুট নির্ম্মাণকারকের দর্শনার্থে আসিতে লাগিল তদনন্তর বন্য লোকেরা ঐ মুকুট নির্ম্মাণকারকের গৃহ নির্ম্মাণ করিবার নিমিত্ত তৎসমভিব্যাহারি ঐ অন্য ব্যক্তিকে কাষ্ঠ আহরণার্থে নিযুক্ত করিয়া তাহার কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিল এবং নানা স্থান হইতে যে সকল খাদ্য দ্রব্য আনিয়া তাহারা ভক্ষণ করে তাহা ঐ মুকুট নির্ম্মাণকারককে ভক্ষণার্থ দিতে লাগিল এবং ঐ ক্ষুদ্রশিল্পকরের ভোজন অগ্রে হইলে পরে তাহাকে সমভিব্যাহারে তাহারা খাইতে দিত। এই প্রকার তিন মাস পর্য্যন্ত ঐ দুঃখাবস্থাতে তথায় থাকিয়া তাহার দাস্য কর্ম্ম করিতেং ঐ অহঙ্কারির তাবৎকুরীতি পরিবর্ত্ত হইলে সে এক দিবস রাত্রিতে ক্রন্দন করত ঐ ক্ষুদ্রশিল্পকরকে আত্ম দুঃখ সকল নিবেদন করিয়া কহিল আমি যথার্থ দোষী এবং কোন বিবেচনা না করিয়া তোমাকে হঠাৎ নানা প্রকার কটু বাক্য কহিয়াছি এবং আমি কেবল অহঙ্কারী ছিলাম।

অতএব গুণাপেক্ষায় ধনে বর্দ্ধিত হওয়া বৃথা এবং

আমি এইক্ষণে টের পাইতেছি যে গুণ থাকিলেই মনুষ্যেরা মর্য্যাদান্বিত হইতে পারে আর আমি তোমার প্রতি হিংসা ও অযথার্থাচরণ করিয়াছি এবং তুমি আমার প্রতি সদ্ব্যবহার ও দয়া করিতেছ তাহাতে আমি এইক্ষণে অত্যন্ত লজ্জিত হইতেছি কিন্তু যদ্যপি পরমেশ্বরের ইচ্ছায় আমি পুনর্ব্বার পূর্ব্বপদ প্রাপ্ত হইয়া সম্মান ওধন পাই তবে আমার অযথার্থ অহঙ্কারের প্রায়শ্চিত্তার্থ তোমাকে অর্দ্ধেক ধন বিভাগ করিয়া দিব তিনি এই প্রকার স্বীকার করিয়া পশ্চাৎও ঐ বাক্য রক্ষা করিয়া ছিলেন কারণ যে নাবিক ঐ উভয়কে সেই উপদ্বীপে নামাইয়া দিয়াছিল তাহাকে ঐ উভয়ের আনয়নার্থ বাদসাহ শীঘ্র প্রেরণ করিয়া কহিলেন যে তদ্দেশীয় বন্য লোকদিগকে সম্মান পূর্ব্বক পারিতোষিক দিয়া তুষ্ট করিবা এবং এইক্ষণেও ঐ উপদ্বীপে এই ব্যবস্থা আছে কোন ভাগ্যবন্ত লোকেরা অযথার্থ আচরণ করিলে তাহাদের সমুচিত দণ্ড দিবার জন্য কহিয়া থাকে তোমাকে সেই ক্ষুদ্র শিল্পকারকের নিকটে পাঠাইব ইতি।

/-

॥ দ্বাদশপাঠ ॥

চীন দেশস্থ নান্‌কিন্ নগরের কাচনির্ম্মিত মন্দির ॥

ঐ মন্দির অতি উত্তম এবং তাহা প্রায় দুই শত ফিট উচ্চ ও কাচমণ্ডিত এই নিমিত্ত ঐ মন্দিরের এই নাম দেওয়া গিয়াছে আর পোর্ত্তুগীশেরা ঐ আশ্চর্য্য মন্দি

রের নাম ধর্ম্মালয় রাখিয়াছিল হইতে পারে ঐ মন্দির গ্রীক ও রোমান জাতীয়ের চিরস্মরণের নিমিত্ত গ্রথিত হইয়াছে এবং এলিস্ সাহেব যখন চীন দেশে দূত হইয়া গিয়াছিলেন তখন তিনি তাঁহার এক গ্রন্থেতে লিখিয়াছিলেন যে তিনি তিনজন লোক সমভিব্যাহারে নান্ কিন্ নগরের বসতিহীন তাবৎ স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং লাইযন্হীলহইতে তথাকার যে ফটক দেখা যায় তদবধিও তাঁহারা গিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের মনস্থ ছিল যে ঐ মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিবেন কিন্তু যে সময়ে ঐ মন্দির দুই ক্রোশ অন্তরে ছিল সেই সময়ে তাঁহার সমভিব্যাহারী সৈন্যরা তাঁহার আর অধিক দূর যাওনে প্রতিবন্ধক হওয়াতে তিনি তথায় গমনকরণ হইতে নিবৃত্ত হইলেন তদনন্তর তিনি এক নিকটবর্ত্তি পর্ব্বতের উপর আরোহণ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন সেই পর্ব্বতের উপরহইতে সকল নগর বিলক্ষণ রূপে দৃষ্টি হয় এবং সেই স্থান হইতে ঐ মন্দিরের ও অতি আশ্চর্য্য রূপ সুন্দর দর্শন হয় ইতি ॥

॥ ত্রয়োদশপাঠ ॥

১৭১১শালে জুনমাসে সুপ্সীর দেশেতে বুজ্লী নামক নগরে এক দিবস অত্যন্ত ঝড় ও বজ্রাঘাত হওয়াতে রাত্রিযোগে ভয়ানক শব্দদ্বারা যে আগ্নেয় জলযন্ত্র প্রকাশ

হইয়াছিল তাহার নাম বুজ্‌লী ফোয়ারা পরে তন্নিকট বর্ত্তি লোকেরা এই ভয়জনক শব্দে শয্যাহইতে গাত্রো ত্থান করিয়া কোন এক ক্ষুদ্র পর্ব্বতের নিকট সিব্‌রণ নদী হইতে দুই শত ইয়ার্ড দূরে সজল স্থানে গিয়া দেখিল মৃত্তিকা নড়িতেছে ও ঘাস মধ্যে জল ফুটিতেছে তাহা দেখিয়া তাহারা অদ্দালদ্বারা কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা খনন করিলেই ঐ জল তৎক্ষণাৎ উচ্চহইয়া উঠিল এবং তাহাতেএক প্রজ্বলিত বাতি দিবামাত্র ঐ জল জ্বলিয়া উঠিল পরে ঐ ধারাযন্ত্র নষ্ট না হয় এই নিমিত্ত তাহার চতুর্দিগে এক লৌহময় পাত্রবেষ্টন করিয়া দিয়া তাহার উপরে লৌহময় সচ্ছিদ্র একআচ্ছাদন করিয়া দিল ঐ ছিদ্রদ্বারা সেইজল দর্শনহইতে লাগিল যদ্যপি প্রজ্বলিত বাতি কিম্বা কোন প্রজ্বলিত বস্তু ঐছিদ্রে দেয় তবে যাবৎ সেস্থানে বায়ু না থাকে তাবৎ সেই জল মদ্যের ন্যায় জ্বলিতে থাকে এবং সেই লৌহময় আচ্ছাদন তুলিবা মাত্র ঐ জল নির্ব্বাণ হয় । ইহার কারণ এই যে হাইড্রোজেন্‌গেস্‌ অর্থাৎ প্রজ্বলিত বায়ু বিশেষ তাহার দ্বারা ঐ বুজ্‌লী ফোয়ারার জল কাঁপিয়াউঠে এবং প্রজ্বলিত হয় ইতি ॥

॥ প্রথমপাঠ ॥

॥ ভারত বর্ষের ইতিহাস ॥

প্রায় নয় শত বৎসর হইল বোখারা দেশের সামানি রাজার নিকটে আলপ্তগিন্ নামক এক জন তুর্কীয় সৈন্য স্বকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমাংশস্থ গজনেন্ রাজ্য স্বাধীন করিয়াছিলেন ॥

আলপ্তগিনের পরলোকানন্তর সুবক্তগীন নামক তাঁহার সেনাপতি সেই রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইয়া খ্রীষ্টিয়ান ৯৯৭ শালে আপন পুত্র মহম্মদকে রাজ্যাভিষিক্ত করেন।

মহম্মদ পার্শিয়া প্রদেশের নানাস্থান জয় করিয়া রাজা হইয়াছিলেন ঐ রাজত্ব সময়ে তিনি ভারতবর্ষ জয় করণে মনস্থ করিয়া দ্বাদশবার তাহা আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং তিনি অনেক শত্রুর পরাজয় ও হিন্দুলোকের দেবাল য়ের বিনাশ এবং অনেক প্রাণির বধ করিয়া বহুমূল্য নানা প্রকার দ্রব্য লূঠ করিয়াছিলেন ।

আর তিনি মথুরা নগর স্বাধীন করিয়া স্বর্ণ রৌপ্যের অনেক দেব প্রতিমা গলাইয়া নষ্ট করিয়াছিলেন এবং দ্বাদশ প্রধান লিঙ্গের মধ্যে সোমনাথ শিবলিঙ্গের মন্দির আক্রমণ করিয়া সোমনাথকে ভাঙ্গিয়া তাহার কিয়দংশ গজনেনে পাঠাইয়া কহিয়াছিলেন যে উহা আমার মস্জিদের দ্বারে রাখিবা কেননা মুসলমানেরা তথায় যাতায়াতে তাহাতে পদার্পণ করিবেক আর মথুরাহইতে মহম্মদ অনেক ধন লইয়া স্বদেশে প্রস্থান করিয়াছিলেন।

পার্শিয়া প্রদেশে মহম্মদ্ বংশীয়েরা ভারতবর্ষ জয়করণে অত্যন্ত উদ্যোগী হইয়াছিলেন পরে মহম্মদ্গরী গজনেন রাজ্যাধিপতি হইয়া ১১৯১ শালে হিন্দুস্থান জয় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ঐ কালে পৃথুরাও নামক এক জন চোহান রাজপুত আজ্মের দেশের রাজা হইয়াছিলেন তাঁহার ভ্রাতা চাঁদরাও তাঁহার অধীনে দিল্লীশাসন করিতেন এবং রাথোর বংশীয় জয়দেব কনৌজ প্রদেশে এলাহাবাদ ও অযোধ্যা এবং বারাণশী এই সকলের অধিপতি ছিলেন আর পশ্চিম রাজ্যে ভীমদেব গুজ্রাটের অধিপতিছিলেন এবং ভারত বর্ষের মধ্য স্থানে তিনি আত্মপরাক্রম বৃদ্ধি করিয়াছিলেন্।

মহম্মদ প্রথমবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলে পৃথুরাও তাঁহাকে পরাভূত করিয়াছিলেন। কিন্তু ১১৯২শালে দ্বিতীয় বার আক্রমণে সরস্বতী নদীতীরে অত্যন্ত যুদ্ধ হওয়াতে

হিন্দুরা পরাজিত হইয়াছিল ঐ যুদ্ধে চোহানরাও পরলোক গত হইয়াছিলেন এবং পৃথুরাওকে কারাবদ্ধ করিয়া নষ্ট করিয়াছিল ইহার দুই বৎসর পরে কনৌজ রাজ্যের জয়দেবেরও ঐ দুর্দশা ঘটিয়াছিল ।

মহম্মদ দিল্লীস্থ কুতবুদ্দীন নামক তুর্কীয় এক জন ভৃত্যকে নূতন জিত রাজ্যের শাসনার্থে নিযুক্ত করিলেন ১২০৫ শালে মহম্মদের মৃত্যুহইলে তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র মহম্মদ গজ্নেনের বাদশাহ হইয়া বাদশাহী উপাধি কোতবকে দিয়াছিলেন ।

তাঁহার পুত্র আরাম্ দিল্লীর রাজসিংহাসনারূঢ় হইয়া এক বৎসর ব্যতিরেকে রাজ্যভোগ করিতে পারেন নাই কারণ মহমুদগরির তুরুক জাতীয় সেমস্আডীন্ আল্ তমস্ নামক এক জন দাস তাঁহাকে যুদ্ধে বধ করিয়া ঐ রাজ্যাধিপতি হইয়াছিলেন ।

এবং আল্তমস্ শুবে বেহার ও বাঙ্গালা এবং মালোয়া দেশ স্বশক্তিতে আক্রমণ করিয়া ১২৩৬ শালে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

ঐ ব্যক্তি উজ্জয়নী নগর অধীন করিয়া দ্বাদশ শিব লিঙ্গের মধ্যে প্রধান যে মহাকাল নামক শিব তাঁহাকে খণ্ড২ করিয়া দিল্লীর মস্জিদের দ্বারে প্রোথিত করাইয়া ছিলেন ।

আল্তমসের মৃত্যুর পর তাঁহার পরিবারেরা ওআত্মী য়েরা ৫২ বৎসর পর্য্যন্ত ক্রমিক হিন্দু স্থানের রাজা হইয়া ছিলেন পরে ১২২৮ শালে কালিজ্ জাতীয় জালালু

দ্দীন ফিরোজ্ কয়কোবাদকে বধকরিয়া হিন্দুস্থানের সিংহাসনোপবেশন করিয়াছিলেন।

ঐ সময়ে দিল্লীর রাজার রাজ্য উত্তরদিকে পঞ্জাব পর্য্যন্ত দক্ষিণদিকে বাঙ্গালা পর্য্যন্ত পশ্চিমদিকে মালোয়া পর্য্যন্ত ছিল। আর দিল্লীতে গয়সুদ্দীন বাল্‌বিন্ ও তাঁহার সন্তানেরা বিদ্বান্ লোকের সাহায্যদ্বারা বিদ্যা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন তথায় মারখোসরো ও খোয়াজাহোসেন এবং অন্য ব্যক্তিরা বিদ্যায় অত্যন্ত খ্যাত হইয়াছিলেন।

কারা রাজ্যের শাসনকর্ত্তা আলাবুদ্দীনের আজ্ঞানুসারে তাঁহার পিতৃব্য জালালুদ্দীনকে বধ করিয়া ১২৯৫ শালে আলাবুদ্দীনকে ঐ দেশের রাজা করিয়াছিলেন।

আলাবুদ্দীন হিন্দুদিগকে পুনর্ব্বার জয় করিয়া অতি খ্যাত হইয়াছিলেন পরে গুজ্‌রাট আক্রমণ করিয়া তাহার রাজধানী নেরোলা জয় করিয়াছিলেন। এবং মেওয়ার দেশের প্রধান গড় চিটোর স্বাধীন করেন আর তেলিঙ্গের রাজধানী ওয়ারাঙ্গল্ সমভূমি করাতে আলার সেনাপতি মালিক্‌কাফর আপন সৈন্য লইয়া মালাবার তীরে গিয়াছিলেন।

এই সকল আক্রমণে অনেক লুঠ হইয়াছিল কারণ তখন মুসলমানেরা ভারতবর্ষের অতি দক্ষিণাংশে রাজ্য

স্থাপন করিয়াছিলেন এবং মালিক্ কাফর অনেক সিন্দুক মণি মুক্তা এবং ৯৬ সহস্র মোনস্বর্ণ লুটিয়া আলাবুদ্দীন্কে দিয়াছিলেন। সেই সময়ে ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশের রাজ্য সকলে আলাবুদ্দীনের সৈন্যেরা লুঠ করিতে লাগিল। হিন্দুস্থানের উত্তরাংশে যে২ রাজ্য ছিল তাহাতে মোগলেরা বারম্বার আসিয়া লুঠ করিতে লাগিল মোগলেরা দুই বার দিল্লীর যুদ্ধেতে গিয়াছিল বটে কিন্তু দুইবারই অতি দুঃখিত হইয়া পরাঙ্মুখ হইয়াছিল আলাবুদ্দীন অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও যুদ্ধেতে পারগ ছিলেন তিনি আপন রাজ্যস্থ সকলের সহিত সন্ধি করিয়া নিরুদ্বেগে ছিলেন অধিকন্তু তিনি স্বরাজ্যে বিদ্যা বৃদ্ধি করেন।

আলাবুদ্দীনের দুইপুত্র পালানুসারে অল্পদিন রাজ্য করিয়া ছিলেন পরে ১৩২১ শালে লাহোরের শাসনকর্ত্তা গয়সুদ্দীন তোগ্লেক্কে তদ্দেশীয় লোকেরা মনোনীত করিয়া দিল্লীর রাজা করাতে দিল্লীতে তুরুক্ জাতীয় রাজা তিনবার হইয়াছিল।

গয়সুদ্দীন অক্লেশে ৪ বৎসর কএকমাস রাজ্য করিবার পর ১৩২৫ শালে তাঁহার পুত্র মহম্মদ্তোগ্লেক্ রাজা হইয়াছিলেন।

ইহার রাজ্যকালে প্রজারা অত্যন্ত দুঃখ ভোগ করিয়াছিল কারণ প্রজার প্রতি তাঁহার দয়া ও বিচার কিছুমাত্র ছিল না কৃষকেরা রাজকর দেওনে অত্যন্ত অসমর্থ হইয়া বনে পলা

য়ন করিয়াছিল এবং মুদ্রার মূল্য ন্যূন করাতে বাণিজ্য রহিত হইল পরে রাজতক্ত স্থানান্তর করিয়া দক্ষিণ নামক দেশে দৌলতাবাদ নগরে লইয়াগেলেন তাহাতে দিল্লীর লোক্‌দিগকে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া ঐ দৌলতাবাদে যাইতে হইল ঐ রাজ্যে সর্ব্বদা উপপ্লব হইত তন্নিমিত্ত মহম্মদ সাহস পূর্ব্বক সতর্ক থাকিতেন এবং প্রজাগণের রাজ্য ত্যাগ করিবার যত চেষ্টা হয় ততই তাঁহার নিষ্ঠুর তার বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তিনি ২৭ বৎসর রাজ্য করিয়া ছিলেন।

কোন এক সময়ে মহম্মদ সৈন্য সমভিব্যাহারে মৃগয়ার্থে গমন করিয়া বৈরাম নগরে পৌঁছিয়া সৈন্যদিগকে কহিলেন আমি জন্তু শীকার নিমিত্ত আসিনাই কিন্তু মনুষ্য শীকার করিব ইহা কহিয়া সৈন্যগণকে আজ্ঞা করিলেন তোমরা দয়া না করিয়া তাবৎ লোক্‌কে ছেদন কর এই প্রকারে অনেক সহস্র মনুষ্য মস্তক মাত্র লইয়া দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিয়াছলেন তাঁহার রাজ্য কালে কাল্‌বর্গ দেশের বাদশাহ হোসেন্ বাহমিনি দক্ষিণ নামক রাজ্য স্বাধীন করিয়াছিলেন অধিকন্তু ফোকরুদ্দীনদ্বারা বাঙ্গালার রাজ্য স্বতন্ত্রে মুসলমানের রাজ্য হইয়াছিল।

তাঁহার পিতৃব্য পুত্র ফিরোজ তোগলেক্ তাঁহার পর বাদশাহ হইয়া আপন পিতৃব্যের অনেক অন্যায় কর্ম্ম পরিবর্ত্ত করিলেন এবং তিনি সকলের ব্যবহারার্থ অনেকং বাটী প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং অনেক প্রশস্ত খাল খোদন

করাইয়াছিলেন তাহার মধ্যে হিসার ফিরোজ নামক স্থানে যমুনার সহিত সংলগ্ন করিয়া এক প্রধান খাল কাটাইয়াছিলেন তিনি ৩৭ বৎসর রাজ্য করিয়া ৯০ বৎসর বয়ঃক্রমে ১৩৮৮ শালে লোকান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

তদনন্তর ৬ বৎসর কিয়ৎ দিবসের মধ্যে ৪ জন রাজা ক্রমে২ ঐ রাজ্যে রাজা হইয়াছিলেন ১৩৯৪ শালে ফিরোজের প্রপৌত্র মহম্মদতোগ্‌লেক্ তদ্দেশীয় মহৎ লোকের দ্বারা রাজ সিংহাসনোপবিষ্ট হইলেন।

মহম্মদ তোগ্‌লেকের সিংহাসনারোহণে ফিরোজের আর এক প্রপৌত্র নছরৎসাহ প্রতিবন্ধক হওয়াতে দিল্লী নগর দুই অংশে বিভক্ত হইয়াছিল তাহাতে অনেক মহৎ লোক তাঁহাদিগের অধীনতা ত্যাগ করিল এবং মালোয়া ও গুজরাটের শাসনকর্ত্তারা সুলতান উপাধি লইলেন এবং খাজাজাহান্‌মোলক্‌সসর্ক অর্থাৎ পূর্ব্বদেশীয় বাদশাহ্ খেতাব লইয়া গঙ্গার পূর্ব্ব অংশের দেশ সকলে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন ঐ রাজ্যের প্রধান নগর জনপুর।

এই সময়ে তৈমুরলেঙ্গ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া দিল্লীতে বাস করিয়াছিলেন তৎকালে মহম্মদ গুজরাটে পলায়ন করিয়াছিলেন তৈমুরলঙ্গ যাত্রাকালে এক লক্ষ কারাবদ্ধদিগকে হত্যা করিয়া গিয়াছিলেন পরে দিল্লী স্বাধীন করিয়া প্রজাগণকে নষ্ট করিতে আজ্ঞা করিলেন এই

রূপে যখন তৈমুরবেগ দিল্লী হইতেপ্রস্থান করিলেন তখন মহম্মদ্ ঐ উচ্ছিন্ন নগরে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন।

মহম্মদ্ বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত নিষ্ঠুর রূপে রাজ্য করিয়া ১৪১২ শালে পরলোক গমন করিয়াছিলেন তাঁহার মরণে মুল্তানের শাসন কর্ত্তা খাজরখাঁ আপন পরাক্রমে ঐ রাজ্য লইলেন কিন্তু লোকেরা জানিত যে তিনি ঐ রাজ্যে তৈমুর বেগের পুত্র সারোকের প্রতিনিধি হইয়া রাজ্য করিতেন পরে তিনি আপন উত্তরাধিকারি দিগকে ঐ রাজ্য প্রদান করিলেন ঐ উত্তরাধিকারিরা কঠিনতা পূর্ব্বক স্বরাজ্য রক্ষা করিয়াছিল কারণ মালোয়া ও জনপুরের বাদশাহেরা মেহটিস্ ওজাই করের অসভ্য জাতিরা এবং তাঁহার বিশ্বাস ঘাতক দাসেরা শত্রুতাচরণ করিয়াছিল।

১৪৪৭ শালে ঐ বংশের শেষ রাজা আলাবুদ্দীনের রাজ্য কালে দিল্লীস্থ বাদশাহদের ঐ নগর ও অন্য কিঞ্চিৎ প্রদেশমাত্র স্বায়ত্ত ছিল দক্ষিণ ও গুজ্রাট এবং মালোয়া ও জন্পুর এবং বাঙ্গালা এই সকল প্রত্যেক২ স্থানে এক২ মুসল্মানের বাদশাহী ছিল পঞ্জাব ও পেনিপটের মধ্য স্থানে একজন আফগান্ প্রধান লোক বিলোল্ খাঁয়ের অধীনে ছিল মেহটিসরা ঐ দেশের পশ্চিমাংশে দিল্লী অবধি সাত ক্রোশ পর্য্যন্ত স্থান ব্যাপিয়া বাস করিত।

এবং অন্য২ মহৎ লোকেরা প্রধান নগরের চতুষ্পার্শ্বে দোয়াব দেশের উপরিভাগে বাস করিয়াছিলেন।

বিলোল্ খাঁ লোডাই দিল্লীর বাদ্শাহ হইয়া অনেক উপপল্লবি শাসনকর্ত্তাদিগকে স্বাধীন করিয়া পূর্ব্বমত দিল্লীর গৌরব সংস্থাপন করিলেন আর যে সকল দেশ যন্পুর সন্নিষ্ট হইয়াছিল তাহাও পুনর্ব্বার আয়ত্ত করিলেন ।

তাঁহার পুত্র সেকন্দরসাহ লোডাই পিতৃরীতিক্রমে শাসন করতঃ রাজ্যের সীমা বৃদ্ধি করিয়া রাজসিংহাসন স্থানান্তর করিয়া আগ্রায় লইয়া গিয়াছিলেন ঐ রাজার রাজ্য কালে পোর্ত্তুগীসেরা প্রথমতঃ ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়া হিন্দুরাজাদিগের অধীন মালাবার তীরে বসতি করিলেন আর বিজ্জয় নগর বৃদ্ধি হওয়াতে এবং বিজপুর ও বেরার এবং গলকণ্ডা নগরের মুসল্মান রাজাদিগের প্রাবল্য হওয়াতে আহমিদাবাদ্ নগরের বার্মনি বাদশাহদের শক্তি ন্যূন হইয়াছিল ।

তাঁহার পুত্র ইব্রাহীম লোডাই তাঁহার পর রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া নিষ্ঠুর ও অসৎকর্ম্ম করিবাতে তাঁহার প্রধান মন্ত্রীরা বিপরীতাচারী হইয়া তৈমুর বংশীয় বাবর নামক এক ব্যক্তিকে ভারতবর্ষে আহ্বান করিয়া আনিয়াছিল । পরে পেনিপট্ নগরে ঐ বাবরের সহিত ইব্রাহীমের যুদ্ধ হইবাতে ইব্রাহীম সংহৃত হইয়াছিলেন এবং ১৫২৬ শালে হিন্দুস্থানের রাজশাসন তৈমুর বংশীয়ের অধীন হইয়াছিল ।

ঐ তৈমুরের বৃদ্ধপ্রপৌত্র বাবরকে ফরগণা নামক পৈতৃক

দেশহইতে অজ্‌বেক্‌তাত্তারদের খাঁ দূরীকৃত করিয়াছিলেন তিনি ভারতবর্ষে আসিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে কিন্তু লাহোরের শাসনকর্ত্তা তথায় আসিতে প্রতিবন্ধক হইয়াছিলেন এই প্রকার পঞ্চম বার তাঁহার তথায় আগমনের চেষ্টা দৌলাৎখাঁ লোডাই ও অন্য২ লোকেরদের সাহায্যেতে সফল হইয়াছিল।

বাবরের রণ পাণ্ডিত্যে এবং কর্ম্ম দক্ষতাতে বিপক্ষগণের বাধা সকল ক্রমিক নিষ্ফল হইয়া যাইত এবং ১৫৩০ শালে তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে তৎপুত্র হোমাইন্‌ রাজ্যাধিপতি হইয়াছিলেন।

হোমাইনের রাজশাসনের প্রথম সময়ে রাজ্যস্থ লোকদিগের সৌভাগ্য হইয়াছিল আর তাঁহার ভ্রাতারা তদধীনে যে সকল রাজ্য শাসন করিত তাহা বলক্রমে স্বাধীন করিল ইহাতে সরখাঁ নামক আফ্‌গান্‌ প্রধান এক ব্যক্তি বাদশাহের দুরবস্থা দেখিয়া বিপক্ষতাচরণ করিতে লাগিলেন তাহাতে হোমাইন ১৫৪২ শালে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া পারস্‌ দেশের বাদশাহ সাতমস্‌পের নিকটে আশ্রয় লইতে বাধিত হইলেন।

সারসাসর নামক একব্যক্তি তৎকালে সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়াছিলেন ইহার পূর্ব্বে তিনি শুবে বাঙ্গালা জয় করিয়া তাহার অব্যবহিত পরকালেই মালোয়াদেশ জয়

করিয়াছিলেন ১৫৪৫ শালে কালঞ্জর দুর্গ বেষ্টন সময়ে একটা শস্ত্র ফাটিয়া তাহার গাত্রে লাগাতে তিনি পঞ্চত্ব পাইয়াছিলেন।

সারসাহের কনিষ্ঠ পুত্র সেলিম্ সাহ তদনন্তর বাদসাহ হইয়াছিলেন তাঁহার রাজ্য সময়ে আত্ম কলহ ভিন্ন আর কোন বিপদ হয় নাই এবং ১৫৫৩ শালে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

সেলিমের ভ্রাতৃপুত্র মহম্মদ্সাহ সেলিমের পুত্রকে হত্যা করিয়া বলক্রমে সিংহাসন আক্রমণ করিলেন তাহাতে অনেক লোক তৎপদাভিষিক্ত হওন প্রত্যাশায় তাঁহার প্রতি বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিল এবং হোমাইন্ পারস্ দেশ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া কাবোল ও লাহোর রাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন অধিকন্তু তিনি বাঙ্গালা দেশের বাহাদুর খাঁর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন পরে ১৫৫৪ শালে কাল্পি দেশের যুদ্ধেতে তিনি লোকান্তর গত হয়েন।

আফ্গানেরা সারসার ভ্রাতৃপুত্র সেকন্দর সাহকে মনোনীত করিয়া রাজ্যাভিষিক্ত করিয়াছিল তিনি শীঘ্র হোমাইনের দ্বারা পরাজিত হইয়া শুবে বাঙ্গালায় পলায়ন করিয়া তথাকার বাদ্সাহ হইয়াছিলেন।

১৫৫৫ শালে হোমাইন্ পুনর্ব্বার দিল্লীর বাদ্সাহ হইয়া

ছিলেন কিন্তু তাহার পরবৎসরেই প্রাসাদের উপর হইতে পতিত হইয়া পরলোক গমন করিয়াছিলেন।

আকবর ১৪ বৎসর বয়ঃক্রমে বেরাম্‌খাঁ খানান্‌ মন্ত্রির উপদেশে রাজ সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া হিন্দুস্থানের সকল রাজা অপেক্ষায় অত্যন্ত খ্যাত রাজা হইয়াছিলেন পরে ১৭ বৎসর বয়ঃক্রমে তিনি আপনি বাহুবলে রাজ শাসন করিতে লাগিলেন তাঁহার রাজ্য হওনের প্রথম কএক বৎসরে প্রধান অধ্যক্ষেরা ধূর্ত্ততা করিয়া রাজ্যের উপপ্লব করাতে তাঁহাকে অপ্রতিভ করিয়াছিল কিন্তু শেষে তাহারা তাঁহার অধীন হইল। তিনি অন্য২ মুসল্‌মান্‌ রাজার উপর দিল্লীর রাজার পরাক্রম বৃদ্ধি করাইয়াছিলেন এবং তাঁহার রাজ্যকালে মালোয়া ও গুজ্‌রাট ও বাঙ্গালা ও কাশ্মীর ও কান্দেশ এবং বাবর রাজ্য দিল্লীর সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়াছিল।

পরে ওম্‌রাদিগেরও তুরুক্‌দের এবং আফ্‌গানেরদের পরস্পর কলহের দমন করিবার নিমিত্ত এবং তাহাদিগের সংযোগে আত্মউপকার প্রাপণের আশয়ে আক্‌বর প্রধান২ হিন্দুগণকে যুদ্ধ বিষয়ে ও রাজ সম্পর্কীয় কর্ম্মে উচ্চ পদ দিয়াছিলেন যথা মারোয়ার দেশের রাজা মল্লদেব ও অম্বর দেশের রাজা ভগবান্‌দাস ও মানসিংহ ও তাঁহার পুত্র এবং তোদরমল্ল রাজা। তিনি আরও বিবাহ দ্বারা ঐ সকল রাজাদিগের সহিত কুটুম্বতা করিয়াছিলেন

এবং তিনি পুরাণনাথ রাজার কন্যাকে বিবাহ করিয়া ছিলেনও তাঁহার পুত্র সিলিম্ ভগবান্‌দাস রাজার কন্যা উদ্বাহ করিয়াছিলেন আক্‌বর ও তাঁহার উত্তরাধিকারি জাহাঙ্গির এই উভয়ের অনেক হিন্দু স্ত্রী ছিল।

পরে আক্‌বরের রাজ্যে যুদ্ধ বিষয়ে ও রাজকীয় ব্যাপারে অনেক সুধারা হওয়াতে তদ্রাজ্য অতিখ্যাত হইয়াছিল এবং এই মহারাজ্য শুবে অর্থাৎ প্রদেশে বিভক্ত হইয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। পরে তোদরমল্ল রাজার দ্বারা ভূমির টেক্স অর্থাৎ কর বিশেষ নির্ধারিত হইয়াছিল এবং আবুল্‌ফজল্ নামক তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ঐ দেশে অনেক ব্যবস্থা সংস্থাপন করিয়াছিলেন।

আক্‌বর শেষাবস্থায় মুসল্‌মানীয় নিজ ধর্ম্মে বিরক্ত হইয়া খ্রীষ্টিয়ান্ ও হিন্দু এবং পারস্য মতাবলম্বি শিক্ষক দিগকে আত্ম সভায় আসিতে আহ্বান করিয়াছিলেন ঐ সকল ব্যক্তির পরস্পর স্ব২ মতের বিচার কালীন তিনি তাহাতে অত্যন্ত মনঃসংযোগ করিয়া শুনিতেন এবং তিনি উহার কোন ধর্ম্মেই প্রবিষ্ট না হইয়া কেবল এক পরমেশ্বরকে মান্যকরা এবং রাজ্যাধিপতিকে পরমেশ্বরের প্রতিনিধি জ্ঞানকরা এই নূতন ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হওনেচ্ছুক ছিলেন এতদ্ভিন্ন পারস্য ও হিন্দু ধর্ম্ম হইতে অনেক ধর্ম্ম ক্রিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আক্‌বর বাদ্‌শাহ ও আবুল্ ফজল্ এবং তাঁহার ভ্রাতা

সেখ্‌ফৈজী এই কএক ব্যক্তি নানা বিদ্যার চর্চ্চা করিয়া লোকদিগের মধ্যে বিদ্যা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন আক্‌বর বাদ্‌সাহ হিন্দু শাস্ত্র সকল পার্সীতে তর্জ্জমা করণ জন্য লোকদিগের অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন আর তিনি মহাভারত ও রামায়ণ এবং অথর্ব্ববেদ সংস্কৃত হইতে পারস্য ভাষায় তর্জ্জমা করিতে লোকদিগকে অনুমতিও দিয়াছিলেন।

১৬০৫ শালে আক্‌বরের মরণানন্তর তাঁহার পুত্র সেলিম্‌ তৎসিংহাসনারোহণ করিয়া জাহাঙ্গির উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাঁহার রাজ্য করণ কালে কোন ভয়ঙ্কর শত্রু বাধা দিতে উপস্থিত হয় নাই কিন্তু নিজ ভ্রাতৃগণের উপপ্লব দ্বারা তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন পরে ১৬২৮ শালে জাহাঙ্গিরের মৃত্যু হইয়াছিল।

জাহাঙ্গিরের রাজ্য কালে সারতমস্‌রো সাহেব বিলাতের বাদ্‌শাহ প্রথম জেমস্‌ দ্বারা প্রেরিত দূত হইয়া তাঁহার রাজ সভায় আগমন করিয়া তাঁহাকে স্ববিষয় জ্ঞাপন করাইলেন তাহাতে তিনি সুরাট্‌ দেশে বাণিজ্য কুটী করিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন।

তাহার পর তাঁহার উত্তরাধিকারী সাহ জাঁহান্‌ ঐ সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম রাজ্য করণ কালে প্রজাগণের অত্যন্ত সৌভাগ্য হইয়াছিল পরে

তাঁহার সৈন্যেরা গলকণ্ডা দেশের অত্যন্ত দুরবস্থা করিয়াছিল। ৩১ বৎসর রাজ্য করিলে তাঁহার পুত্র আরঙ্গজেব্ তাঁহাকে সিংহাসন চ্যুত করিয়া মরণ পর্য্যন্ত কারাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

সাহজাঁহানের দারাশিখো ও সুজা ও আরঙ্গজেব্ এবং মুরাদ্ এই চারি পুত্রছিল তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সকলেই তাঁহার উত্তরাধিকারী করিয়া বলিত কিন্তু আরঙ্গজেব্ চাতুরী করিয়া অন্য তিন ভ্রাতাকে ছেদন করিয়াছিলেন সাহজাঁহান্ আগ্রা নগরে তাঁহার প্রিয় স্ত্রী মন্তজা বেগমের কবরের উপর তাজ্মহল্ নামক এক প্রধান অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন ঐ তাজ্মহল্কে হারামের মুঙ্গট করিয়া কহে।

আরঙ্গজেব্ আলম্গির উপাধি প্রাপ্ত হইয়া সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়াছিলেন তিনি বাদ্শাহের অতি উপযুক্ত পুত্র কিন্তু তিনি যবন ধর্ম্মাবলম্বী এই নিমিত্তে সকল হিন্দুদিগকে বলক্রমে ঐমতে প্রবিষ্ট করাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং হিন্দুদের দেবালয় সকল ভগ্ন করিয়া তাহাদিগের উপর কর বিশেষ নির্ধার্য্য করিয়াছিলেন তাহাতে রাজপুতনার প্রধান লোকেরা ঐ কর দেওনে প্রতি বন্ধক হইয়াছিল।

পরে দক্ষিণদিগে বিজয়পুর ও গলকণ্ডা প্রভৃতি মুসল্

মানের রাজ্য সকল বহুকাল যুদ্ধানন্তর পরাজিত হইয়া ঐ মহারাজ্যের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল তৎকালে এক নূতন সৈন্যদল তথায় রক্ষার্থ উপস্থিত হইয়াছিল এবং শিবাজী নামক একজন প্রধান মার্হাট্টা ভারতবর্ষে নূতন রাজ্য স্থাপিত করিয়াছিলেন।

হিন্দুদিগের প্রাচীন পুস্তক হইতে জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে যে মার্হাট্টা দেশকে মহারাষ্ট্র বলাযাইত এই হেতুক তত্রস্থ লোকদিগকে মার্হাট্টা কহিয়া থাকে আর শিবাজী রাজার পূর্ব্বে মার্হাট্টাদিগের যে স্বতন্ত্র রাজ্য আছে এমত কোন প্রকারেই জানা যায় নাই।

আরঙ্গজেব্ ৪৮ বৎসর রাজ্য করিয়া ১৭০৭ শালে লোকান্তর গত হইয়াছিলেন পরে তাঁহার পুত্র মহম্মদ্মাজিম্ আজিম্ ও কাম্বক্স নামক ভ্রাতৃদ্বয়কে যুদ্ধে নষ্ট করিয়া বাহাদুরসাহ উপাধি পূর্ব্বক পিতৃ সিংহাসনাধিকারী হইয়াছিলেন তিনি কেবল ৪ বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন ঐ চারি বৎসরের মধ্যে অধিক্ কাল তিনি শিকেরদের সহিত যুদ্ধ করেন তৎকালে লোকেরা শিক্‌দিগকে নানক্ সাহ মতাবলম্বী একদল করিয়া জানিত।

যৎকালে বাহাদুরসাহের চারি পুত্রের পরস্পর আত্ম কলহ হয় তখন বাহাদুরসাহের মৃত্যু হইয়াছিল এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জাঁহাদারসাহ উপাধি লইয়া তৎসিংহাস